Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Jaistha 30, 1433 Bangla, June 13, 2026, Saturday, No. 158, 56th year

H I G H L I G H T S

Finance Minister has said, proposed budget is inclusive and designed to consider everyone's interests, rejecting claims that it is a party-oriented budget. [BBC: 03]

Opposition Chief Whip has described the proposed budget as ambitious & detached from economic reality, warning that larger budgets create greater opportunities for large-scale corruption. [Jago FM: 17]

Proposed budget includes a higher tax-free income threshold, lower taxes and duties on essential goods, VAT exemptions for freelancers, and tax incentives for industry. [BBC: 04]

NBR Chairman has clarified that the proposed 2026-27 national budget does not include any provision to legalise black money. [R. Today: 28]

Executive director of CPD has said that in reality of high inflation, tax-free income limit should have been increased further and implementation of proposed budget will be a big challenge. [Jago FM: 23]

Bangladesh Bank Governor has said, a large part of the country's banking sector is in crisis; one-third of deposits have been stolen from some banks. [Jago FM: 26]

Department of Health has ordered immediate and proper treatment of patients referred from the capital's Ad-Din Women's Medical College Hospital to six government hospitals in Dhaka. [Jago FM: 14]

Bangladesh and India have agreed to further strengthen border cooperation through intelligence sharing and coordinated patrols. [DW: 13]

Eleven police personnel have been temporarily suspended following allegations of assaulting a local Swecchasebak Dal leader inside Kotwali Police Station in Rangpur. [R. Today: 29]

A total of 37 Bangladeshi nationals rescued from various cyber scam compounds in Cambodia have returned home. [Jago FM: 22]

South Korea's ex-President Yoon Suk Yeol has been sentenced to 30 years in prison for sending military drones into North Korea. [DW: 15]

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
জ্যৈষ্ঠ ৩০, বাংলা ১৪৩৩, জুন ১৩, ২০২৬, শনিবার, নং- ১৫৮, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

অর্থমন্ত্রী বলেছেন, সবার স্বার্থ বিবেচনায় অন্তর্ভুক্তিমূলক বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে, তাই এটিকে দলীয় বাজেট বলা ঠিক নয়। [বিবিসি: ০৩]

বিরোধীদলীয় চিফ হুইফ প্রস্তাবিত বাজেটকে উচ্চাভিলাষী ও বাস্তবতাবিবর্জিত আখ্যা দিয়ে বলেন, বড় বাজেট বড় দুর্নীতির সুযোগ তৈরি করে। [জাগো এফএম: ১৭]

প্রস্তাবিত বাজেটে করমুক্ত আয়সীমা বৃদ্ধি, নিত্যপণ্যে কর-শুল্ক হ্রাস, ফ্রিল্যান্সারদের ভ্যাট অব্যাহতি এবং শিল্প খাতে কর-প্রণোদনার প্রস্তাব করা হয়েছে। [বিবিসি: ০৪]

বাজেটে কালো টাকা বৈধ করার ব্যবস্থা নেই --- জানিয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান। [রেডিও টুডে: ২৮]

সিপিডির নির্বাহী পরিচালক বলেছেন, উচ্চ মূল্যস্ফীতির বাস্তবতায় করমুক্ত আয়সীমা আরও বাড়ানো উচিত ছিল এবং বড় চ্যালেঞ্জ হবে প্রস্তাবিত বাজেটের বাস্তবায়ন। [জাগো এফএম: ২৩]

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বলেছেন, দেশের ব্যাংক খাতের একটি বড় অংশ সংকটে রয়েছে; কিছু ব্যাংক থেকে এক-তৃতীয়াংশ আমানত চুরি হয়েছে। [জাগো এফএম: ২৬]

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর রাজধানীর আদ্-দ্বীন উইমেনস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রেফার করা রোগীদের ঢাকার ৬ সরকারি হাসপাতালে তাৎক্ষণিক ও যথাযথ চিকিৎসা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। [জাগো এফএম: ১৪]

বাংলাদেশ ও ভারত গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান ও সমন্বিত টহলের মাধ্যমে সীমান্ত সহযোগিতা আরও জোরদারে একমত হয়েছে । [ডয়চে ভেলে: ১৩]

রংপুর মেট্রোপলিটন কোতোয়ালি থানায় স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকে মারধর ও আহত করার ঘটনায় ১১ পুলিশ সদস্য সাময়িক বরখাস্ত। [রেডিও টুডে: ২৯]

কম্বোডিয়ার বিভিন্ন সাইবার স্ক্যাম কম্পাউন্ড থেকে উদ্ধার হওয়া ৩৭ জন বাংলাদেশি দেশে ফিরেছেন।
[জাগো এফএম: ২২]
উত্তর কোরিয়াকে ড্রোনপাঠানোর অপরাধে ৩০ বছরের হাজতবাস হলো দক্ষিণ কোরিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইয়ুন সুক ইয়লের। [ডয়চে ভেলে: ১৫]

বিবিসি

প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে সমালোচনার জবাবে যা বলল সরকার

প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন, সমালোচনার জবাবে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, এটিকে দলীয় বাজেট বলে অভিযোগ করা ঠিক নয়। তিনি দাবি করেন, সবার স্বার্থ বিবেচনায় রেখে তারা অন্তর্ভুক্তিমূলক এই বাজেট প্রস্তাব করেছেন। জাতীয় সংসদে বিএনপি সরকারের আগামী অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপনের পরদিন শুক্রবার ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে বাজেট নিয়ে সমালোচনা ও বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায়আসার চার মাসের মাথায় তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার তাদের প্রথম বাজেট সংসদে উপস্থাপন করেছে বৃহস্পতিবার। বাজেট উপস্থাপনের পর থেকেই বিরোধীদল জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি,ইসলামীআন্দোলন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসসহ বিভিন্ন দল প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। জামায়াাত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঢাকায় প্রতিবাদ-বিক্ষোভ করেছে। এই দলগুলো প্রস্তাবিত বাজেটকে 'গণবিরোধী' বলে অভিহিত করছে। এই বাজেট বাস্তবায়ন সম্ভব কি না, এমন প্রশ্নও তুলেছে দলগুলো। তারা এই বাজেটকে 'দলীয় বাজেট বলেও অভিযোগ তুলেছে। রাজনৈতিক দলগুলোর বাইরে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডি এবং বিভিন্ন সংগঠনও বাজেট বাস্তবায়নের প্রশ্ন তুলেছে। আজ শুক্রবার দুপুরে ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বাজেটোত্তর সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি সরকারের পক্ষে অর্থমন্ত্রী সেসব সমালোচনার জবাব দিয়েছেন। সেখানে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, এবারের বাজেট দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য দেওয়া হয়েছে এবং বরাদ্দ যেন সঠিকভাবে হয়, সেটিও নিশ্চিত করা হবে।

বাজেটের যে প্রসঙ্গে সমালোচনা

প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট নিয়ে সিপিডি জানিয়েছে, উচ্চ মূল্যস্ফীতির এই সময়ে করমুক্ত আয়ের যে সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, তা নিম্ন আয়ের মানুষদের স্বস্তি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বর্তমান কর কাঠামোতে সমাজের নিম্ন আয়ের মানুষের ওপরই করের বোঝা অনেক বেশি পড়ছে। সেই বিবেচনায় প্রস্তাবিত ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে করমুক্ত আয়ের সীমা আরও বাড়ানো প্রয়োজন ছিল বলে জানিয়েছেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন। সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমানও বলেন, "মূল্যস্ফীতি, প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগ এবং রাজস্ব আদায়ের বিষয়ে বাজেটে যেসব লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে, তা বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ নয়। ফলে এর বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়বে।" আগামী অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার জামায়াতে ইসলামী ঢাকায় বায়তুল মোকারম মসজিদের উত্তর গেট থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। সমাবেশে জামায়াত নেতা হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, "সরকার এই বাজেটে কোনো নীতিগত সংস্কারের প্রস্তাব দিতে পারে নাই। এই কারণে এটাকে গতানুগতিক বাজেট বলা হচ্ছে।" জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ারের মতে, এই বাজেটের প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে এটি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ঘাটতির বাজেট। একইসঙ্গে, এটি বিরাট ঋণনির্ভর বাজেট। ব্যাংক ঋণ ও বৈদেশিক ঋণের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হওয়ায় বেসরকারি বিনিয়োগ কমে যাবে, কর্মসংস্থান বাধাগ্রস্ত হবে এবং অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

এছাড়া, সরকার যে ছয় লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের কথা বলছে, মূল্যস্ফীতি, বৈশ্বিক পরিস্থিতি ও জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির ফলে তা অর্জন করা সম্ভব নয়। সেইসাথে, সাড়ে ছয় শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার বাস্তব ভিত্তি নেই বলেও মনে করছেন তিনি। এনসিপি এই বাজেটকে 'উচ্চাভিলাষী ও বাস্তবতা-বিবর্জিত' হিসেবে উল্লেখ করে বলেছে যে সরকার যে ঘাটতির কথা বলেছে, প্রকৃত ঘাটতি সাড়ে চার লাখ কোটি টাকার কাছাকাছি। তারাও মনে করে, রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় অর্জন করা অসম্ভব। বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি মনে করছে, বাজেটে সমাজের বিভিন্ন অংশকে তুষ্ট করার চেষ্টা থাকলেও বিশাল ঘাটতি বাজেটের চাপ শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের ওপরই পড়বে।

মূল্যস্ফীতির লাগাম টানা নিয়ে সরকারের ভাবনা

বাজেটের যে সব দিক নিয়ে সমালোচনা করা হয়েছে, তার মাঝে অন্যতম হলো মূল্যস্ফীতি। আজ বাজেট নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এই মূল্যস্ফীতি প্রসঙ্গে বলেছেন, "মূল্যস্ফীতি তিন মাসের ব্যাপার নয়, এটা তিন বছর ধরে চলছে। এর সাথে এসেছে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ। ব্যাংকগুলোতে মূলধনের ঘাটতি রয়েছে।" সবমিলিয়ে, আমদানিকৃত পণ্যের দাম বেড়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, "আমরা সংস্কারের মাধ্যমে 'কস্ট অব ডুইং বিজনেস' কমানোর চেষ্টা করছি।" তার মতে, ব্যবসা পরিচালনার ব্যয় কমিয়ে আনতে পারলে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসবে। অর্থমন্ত্রী এ-ও জানান, "কমপক্ষে তিন মাসের জ্বালানি আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে। আমরা তেল, গ্যাস, খাদ্য বাফার স্টক রাখতে পারলে খরচ কমে যাবে। পোর্টে দুর্নীতি কমালে খরচ কমে যাবে। সরকারি লোক দিয়ে মূল্য নিয়ন্ত্রণ হয় । এটা ম্যানেজমেন্ট, পলিসির মাধ্যমে করতে হবে।"

'বেতন বাড়ালে দুর্নীতি কমবে'

চলতি বছরের পহেলা জুলাই থেকে বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য নতুন পে-স্কেল বা বেতন কাঠামো কার্যকর করতে যাচ্ছে সরকার। সংবাদ সম্মেলনে এ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, "বাড়লে তো দুর্নীতি কমার কথা। অভাব থাকলে দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়ার প্রবণতা থাকে। দুর্নীতি ছাড়াও ১১ বছর ধরে

সরকারি কর্মকর্তাদের কোনো পে স্কেল হয় নাই। কিন্তু এর মধ্যে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। তাদের কস্ট অব লিভিং বেড়েছে।" "বেসরকারি খাতে মূল্যস্ফীতির সঙ্গে বেতন বাড়লেও সরকারি খাতে সেই সমন্বয় হয়নি।" এসময়, দেশে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি নিয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "কোন খাতে কত চাকরি হবে- এটাতো নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব না। আমরাতো বিস্তারিত বলেছি।" "আইসিটিতে, ইন্ডাস্ট্রিতে, এগ্রিকালচারে, বিদেশে, দেশে, স্বাস্থ্যখাতে, সবগুলো বলা হয়েছে। আমরা হয়ত বিপরীতে সংখ্যা দেই নাই। সংখ্যা দেওয়া সম্ভবও না। কারণ কোথাও কম হবে, কোথাও বেশি হবে। মূল বিষয় হল, আমাদের চাহিদা সৃষ্টি করতে হবে।" সেই লক্ষ্যেই, বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং শিক্ষা খাতে বড় বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান তৈরির ভিত্তি গড়ে তোলা হবে। তার মতে, দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে পারলে দেশ ও বিদেশ দুই জায়গাতেই কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে।

বাজেটে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ আছে?

এবারের বাজেট নিয়ে আরেকটি সমালোচনার জায়গা, 'কালো টাকা সাদা করার সুযোগ'। এ প্রসঙ্গে এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান বলেন, বাজেটে কালো টাকা সাদা করার কোনো সুযোগ নেই। জমি কেনাবেচার প্রকৃত মূল্য ঘোষণার বিষয়ে যে বিধান রাখা হয়েছে, সেটিকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এটি মূলত করদাতাদের হয়রানি কমানোর একটি ব্যবস্থা। আরেক প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মো. মোস্তাকুর রহমান বলেন, দায়িত্ব নেওয়ার সময় তারা এমন একটি ব্যাংকিং খাত পেয়েছেন, যেখানে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অর্থ লোপাট হয়েছে। এ অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রথম কাজ ছিল খাতটিকে স্থিতিশীল করা। ইসলামী ব্যাংক ও সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়ানো নানা গুজবের বিষয়ে গভর্নর বলেন, আমানতকারীদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। প্রয়োজনীয় তারল্য সহায়তা দিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রস্তুত রয়েছে। তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (এনবিএফআই) আমানত ফেরত দেওয়ার কার্যক্রমও শিগগির শুরু হবে। গভর্নর আরও বলেন, বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারে সরকারের 'স্টোলেন অ্যাসেট রিকভারি টাস্কফোর্স' কাজ করছে। ইতোমধ্যে কয়েকটি দেশে সম্পদ জব্দের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাধারণত এসব সম্পদ উদ্ধার করতে পাঁচ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত সময় লাগে। তারপরও আমাদের অঙ্গীকার হলো, যারা টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে তাদের শান্তিতে থাকতে দেওয়া হবে না। একই সঙ্গে তিনি এ-ও জানান, আগামী পহেলা জুলাই থেকে 'বাংলা কিউআর' ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হবে, যাতে সব ধরনের ডিজিটাল লেনদেন একটি অভিন্ন প্ল্যাটফর্মে করা যায়। তার মতে, এতে নগদ অর্থের ব্যবহার কমবে এবং ডিজিটাল অর্থনীতি আরও সম্প্রসারিত হবে।

বাজেট বাস্তবায়ন করার সম্ভাবনা কতটা?

এবারের এই নয় লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার বাজেটের বিপরীতে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ছয় লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকা। ফলে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ঘাটতি দাঁড়াচ্ছে দুই লাখ ৪৩ হাজার কোটি টাকা। বাজেট অনুযায়ী, মোট ঘাটতি অর্থায়নের মধ্যে এক লাখ ১৬ হাজার কোটি টাকা আসবে বৈদেশিক উৎস থেকে। এর মধ্যে এক লাখ নয় হাজার ৮৫০ কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণ এবং ছয় হাজার ১৫০ কোটি টাকা হলো অনুদান। অন্যদিকে, অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে এক লাখ ২৭ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্য ধরা হয়েছে। এর মধ্যে ব্যাংক খাত থেকে হলো এক লাখ ১২ হাজার কোটি টাকা ও ব্যাংক-বহির্ভূত খাত থেকে ১৫ হাজার কোটি টাকা। সবমিলিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে এই বাজেটের বাস্তবায়ন নিয়ে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। তবে বাস্তবায়ন নিয়ে সংশয়ের জবাবে অর্থমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনে বলেন, শুধু নীতিমালা ঘোষণা নয়, বাস্তবায়নের ওপরও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে। বিনিয়োগ ও ব্যবসা সহজ করতে যেসব বিধিনিষেধ শিথিল করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর বাস্তবায়ন তদারকির জন্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠন করা হবে। পাশাপাশি অভিযোগ গ্রহণ ও তাৎক্ষণিক প্রতিকার নিশ্চিত করতে বিশেষ ওয়েবসাইট চালুরও পরিকল্পনা রয়েছে। অর্থমন্ত্রী বলেন, "আমরা যদি ব্যবসা ক্ষেত্রে সরকার ঘোষিত বিনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির ৮০ শতাংশও বাস্তবায়ন করতে পারি, তাহলে বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পর্যায়ে পৌঁছে যাবে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১২.০৬.২০২৬ নারগীস)

করের ক্ষেত্রে যে আটটি পরিবর্তন আসছে

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। এর বিপরীতে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকা। ফলে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ঘাটতি দাঁড়াচ্ছে ২ লাখ ৪৩ হাজার কোটি টাকা। জাতীয় সংসদে বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, আগামী অর্থবছরে মোট উন্নয়ন ব্যয় বাড়িয়ে এবং পরিচালন ব্যয় তুলনামূলক কমিয়ে আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এবারের বাজেটে প্রায় সাত লাখ কোটি টাকার রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ মোট প্রস্তাবিত বাজেটের দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি আসবে রাজস্ব আদায় থেকে। অর্থমন্ত্রী বলেন, রাজস্ব ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে ঢেলে সাজিয়ে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এর অংশ হিসেবে রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে আলাদা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, কর ব্যবস্থাপনাকে সম্পূর্ণ অটোমেশনের আওতায় আনার মাধ্যমে রাজস্ব ফাঁকি রোধ করা হবে এবং কর ব্যবস্থায় জনগণের হয়রানি নিরসন করে আস্থা ফিরিয়ে আনা হবে। রাজস্ব ফাঁকি রোধে উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলা হলেও, করমুক্ত আয়সীমা বাড়িয়েছে

সরকার। এর বাইরেও কর, রাজস্ব আদায় ও শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে কী কী প্রস্তাব আনা নেওয়া হয়েছে, সেটি তুলে ধরা হচ্ছে এই প্রতিবেদনে।

করমুক্ত আয়সীমা

বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়েছে, বাজেটের আকার ও জিডিপির প্রবৃদ্ধি বিবেচনায় নিয়ে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়, যার সিংহভাগ অর্থাৎ প্রায় ৮৬ শতাংশ আহরণ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। বৃহস্পতিবার ঘোষিত বাজেট ব্যক্তিশ্রেণির করদাতার করমুক্ত আয়সীমা বৃদ্ধির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী জানিয়েছেন, এই করমুক্ত আয়সীমা বাড়িয়ে পৌনে চার লাখ টাকা করা হয়েছে। বর্তমানে এই সীমা সাড়ে তিন লাখ টাকা। প্রসঙ্গত, করমুক্ত আয়সীমা পৌনে চার লাখ টাকা চলমান ২০২৬-২৭ অর্থ বছরেও কার্যকর আছে। এটি অব্যাহত রাখা হবে আসন্ন করবর্ষ, অর্থাৎ ২০২৭-২৮ সাল পর্যন্ত। সাধারণত, আয় বর্ষের পরবর্তী বর্ষকে করবর্ষ বলা হয়। যেমন, পহেলা জুলাই ২০২৫ থেকে ৩০ জুন ২০২৬ সময়কাল পর্যন্ত উপার্জিত আয়ের আয়বর্ষ হবে ২০২৫-২০২৬ এবং করবর্ষ হইবে পরবর্তী বর্ষ অর্থাৎ ২০২৬-২০২৭। আগামী পাঁচ বছর পর্যন্ত করমুক্ত আয়সীমার হার কেমন হবে, সেটির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এই বাজেটে। সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, ২০২৮-২৯ এবং ২০২৯-৩০ অর্থবছরে ব্যক্তি শ্রেণি পর্যায়ে করমুক্ত আয়সীমা হবে চার লাখ টাকা। পরের অর্থ বছর অর্থাৎ ২০৩০-৩১ অর্থ বছরে করমুক্ত আয়সীমা হবে চার লাখ ৫০ হাজার টাকা। তবে আগামী অর্থ বছর ও তার পরের অর্থ বছরে নারী করদাতা এবং ৬৫ বছরের বেশি বয়সি নাগরিকদের জন্য বাৎসরিক করমুক্ত আয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে চার লাখ ২৫ হাজার টাকা। তৃতীয় লিঙ্গ ও প্রতিবন্ধী করদাতাদের ক্ষেত্রে আগামী দুই অর্থবছরে করমুক্ত আয়ের পরিমাণ হবে পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত। অন্যদিকে, গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও গেজেটভুক্ত জুলাই আন্দোলনকারীদের করমুক্ত আয়ের পরিমাণ হচ্ছে পাঁচ লাখ ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত।

করে ছাড় প্রদান

মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় কমাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও কৃষিপণ্যে কর ছাড়ের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে বিএনপি সরকারের পক্ষ থেকে। বৃহস্পতিবার বাজেট ঘোষণাকালে অর্থমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী জানান, সরকার দেশের প্রতিটি ব্যক্তি ও পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নতির লক্ষ্যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় ৬০টি পণ্যের ওপর উৎসে কর হ্রাসের একটি বড়ো জনমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তিনি জানান, মৌলিক কৃষি ও ভোগ্যপণ্য, যেমন-ধান, চাল, গম, আলু, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, মাছ, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, লবণ, চিনি, ভোজ্যতেল, বীজসহ বিভিন্ন পণ্যের ওপর উৎসে করের হার হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া স্বাস্থ্য খাতে কর ছাড়ের অংশ হিসেবে কিডনি ডায়ালাইসিস ফিল্টার আমদানিতে বিদ্যমান ৫ শতাংশ অগ্রিম কর সম্পূর্ণ মওকুফেরও ঘোষণা করা হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটে সোনা ও স্বর্ণালংকারের ওপর উৎসে কর ও ভ্যাট কমানোর ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, সোনা ও স্বর্ণালংকার সরবরাহে উৎসে কর পাঁচ শতাংশ থেকে কমিয়ে শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ করা হচ্ছে। জুয়েলারি সেবার ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ ভ্যাটের পরিবর্তে প্রতি ভরি হিসাবে ২ হাজার ৫০০ টাকা সুনির্দিষ্ট ভ্যাট নির্ধারণের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোবাইল ফোন, কম্পিউটারসহ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে ২০৩০ সাল পর্যন্ত ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা বর্ধিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। একইভাবে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, টোনারসহ বিভিন্ন প্রযুক্তিনির্ভর পণ্যের স্থানীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রেও শর্তসাপেক্ষে ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা ৩০শে জুন ২০৩০ পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। একইভাবে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, টোনারসহ বিভিন্ন প্রযুক্তিনির্ভর পণ্যের স্থানীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রেও শর্তসাপেক্ষে ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা ৩০ জুন ২০৩০ পর্যন্ত বর্ধিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

অপরিবর্তিত থাকছে করপোরেট কর

২০২৬-২৭ সালের প্রস্তাবিত বাজেটে দেশের অর্থনীতিকে দীর্ঘমেয়াদে আরও শক্তিশালী, প্রতিযোগিতাসক্ষম এবং প্রযুক্তিনির্ভর করতে কর ও শুল্ক কাঠামোয় বড়ো ধরনের রূপান্তরের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ব্যবসায়িক পরিবেশ সহজ করতে এবং করদাতাদের হয়রানি কমাতে নীতিগত কাঠামোয় কিছু পরিবর্তন আনার প্রস্তাব করা হয়েছ। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যমেয়াদি নিশ্চয়তা দিতে এবং পলিসি ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে বিদ্যমান করপোরেট করের হার আগামী অর্থবছরে অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে দীর্ঘমেয়াদে করের আওতা বাড়িয়ে করের হার ধাপে ধাপে কমিয়ে আনার ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে। এত দিন করযোগ্য আয় না থাকলেও উৎসে কর্তিত করকে বাধ্যতামূলক 'ন্যূনতম কর' ধরা হতো, যা ব্যবসার সচল মূলধন আটকে দিত। নতুন প্রস্তাবে এই সনাতন পদ্ধতি বাতিল করে উৎসে করকে আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী 'অগ্রিম কর' হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে। অতিরিক্ত পরিশোধিত কর সরাসরি রিফান্ড (ফেরত) করা হবে। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, সরকারের লক্ষ্য ২০৩৫ সালের মধ্যে কর-জিডিপি অনুপাত ১৫ শতাংশে উন্নীত করা। এই লক্ষ্য অর্জনে করের হার বাড়ানোর পরিবর্তে করের পরিধি সম্প্রসারণ এবং রাজস্ব ব্যবস্থায় পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল অটোমেশনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

কনটেন্ট তৈরি ও ফ্রিল্যান্সারদের ভ্যাট

কনটেন্ট তৈরিতে কর মওকুফের প্রস্তাব দিয়েছে সরকার। আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছর থেকে কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও ফ্রিল্যান্সারদের সম্পূর্ণ ভ্যাট অব্যাহতির প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। অর্থমন্ত্রী বলেন, দেশের লাখ লাখ তরুণ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সৃজনশীল কনটেন্ট তৈরি করে আয় করছেন, তারা দেশের ডিজিটাল অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তরুণ প্রজন্মের উদ্যম ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহ প্রদান এবং উদ্ভাবনী প্রযুক্তিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে স্টার্ট-আপ প্রতিষ্ঠান, কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও ফ্রিল্যান্সারদের সম্পূর্ণ ভ্যাট অব্যাহতি প্রদানের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও ফ্রিল্যান্সারদের ওপর আরোপিত ১৫ শতাংশ ভ্যাট সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি দেওয়ার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, মানুষের কাছে মোবাইল সেবা আরো সহজলভ্য করার লক্ষ্যে প্রতিটি মোবাইল সিমের ওপর আরোপিত ৩০০ টাকা হারে কর সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি। ফলশ্রুতিতে আগামী অর্থবছরে মোট ১২০০ কোটি টাকা রাজস্ব হ্রাস হবে।

রিটার্ন জমা দেওয়া যাবে সারা বছর

আয়কর ব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তন হিসেবে সারা বছর রিটার্ন দাখিলের সুযোগ চালু করা হচ্ছে। তবে নির্ধারিত সময়ের আগে রিটার্ন জমা দিলে করদাতারা বিশেষ প্রণোদনা পাবেন। বাজেট প্রস্তাব অনুসারে, অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) রিটার্ন দিলে পরিশোধযোগ্য করের পাঁচ শতাংশ বা ২৫ হাজার টাকা, যা কম তাই ছাড় পাবেন। দ্বিতীয় প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) রিটার্ন যা কর তা দিলেই হবে। কোনো প্রণোদনা পাওয়া যাবে না। আর জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিকে রিটার্ন দিলে পরিশোধযোগ্য করের দুই শতাংশ বা তিন হাজার টাকা, যেটি বেশি সেই পরিমাণ টাকা দিতে হবে। এছাড়া এপ্রিল-জুন মাসে রিটার্ন দিলে পরিশোধযোগ্য করের পাঁচ শতাংশ বা পাঁচ হাজার টাকা, যেটি বেশি সেই পরিমাণ টাকা দিতে হবে।

নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যে শুল্ক হ্রাস

বিএনপি সরকারের অধীনে প্রথম বাজেটে বিভিন্ন পণ্য ও সেবার ওপর শুল্ককর ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে এসব পণ্যের দাম কমানোর সুযোগ তৈরি হচ্ছে। এবারের বাজেটে নিত্যপ্রয়োজনীয় ৬০টি পণ্যের ওপর উৎসে কর কমানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ধান, চাল, গম, আলু, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, মাছ, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, লবণ, চিনি, ভোজ্যতেল, বীজসহ ৬০টি নিত্যপণ্যের ওপর উৎসে করের হার কমানোর প্রস্তাব দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেছেন, বিগত বছরগুলোয় দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতিতে জনজীবনে যে নাভিশ্বাস উঠেছিল, তার বিপরীতে গণতান্ত্রিক সরকারের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই পদক্ষেপ জনজীবনে স্বস্তি আনবে। এছাড়া জিরা, দারুচিনি, এলাচি, লবঙ্গ, গোলমরিচ, ধনিয়া ইত্যাদি মসলায় পাঁচ শতাংশ নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হয়েছে। খেজুর আমদানিতে পাঁচ শতাংশ নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফলে দাম কমতে পারে খেজুরের। এছাড়া, আমদানি করা শিশুখাদ্য প্রস্তুতিমূলক সামগ্রীর ওপর আমদানি শুল্ক ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছে। এর ফলে বাজারে শিশুখাদ্যের দাম কমবে।

ঔষধ শিল্প ও জনস্বাস্থ্য খাত

দেশের ঔষধ শিল্পকে গুরুত্ব দিয়ে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি ঔষধের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বিশাল কর ছাড়ের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটে ক্যানসার প্রতিরোধী ঔষধের নতুন উপকরণ এবং ঔষধ তৈরির মূল উপাদান এপিআইসহ মোট ৭৭টি নতুন মৌলিক কাঁচামাল আমদানিতে আমদানি শুল্ক ও ভ্যাট তুলে নেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, "দেশীয় ফার্মাসিউটিক্যালস শিল্পকে স্থানীয়ভাবে আন্তর্জাতিক মানের ও সাশ্রয়ী মূল্যের ক্যানসার প্রতিরোধী ঔষধ উৎপাদনে সক্ষম ও স্বাবলম্বী করে তুলতে বিদ্যমান রেয়াতি শুল্ক সুবিধার প্রজ্ঞাপনে কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে নতুন করে আরও নয়টি উপকরণ যুক্ত করে আমদানি শুল্ক ও ভ্যাট শূন্য শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।" ঔষধ শিল্পের অধিকতর প্রসারকল্পে স্থানীয়ভাবে অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট বা এপিআই উৎপাদনের লক্ষ্যে নতুন ৫১টি কাঁচামালের আমদানি শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের প্রস্তাব করেন অর্থমন্ত্রী। এছাড়াও বিশ্ববাজারে দেশি ঔষধের রপ্তানি বাজার ধরে রাখতে আরও ১৭টি মৌলিক কাঁচামালকে শুল্কমুক্ত সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে।

ইলেকট্রিক গাড়ি ও বাইক শুল্ক ছাড়

দেশে বৈদ্যুতিক যানবাহন শিল্পে বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে ইলেকট্রিক গাড়ি বা ইভি, বাস, ট্রাক ও ই-বাইক খাতে শুল্ক-কর ছাড়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী জানান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী পরিবহণে ব্যবহৃত ইলেকট্রিক বাস আমদানিতে বিদ্যমান সব ধরনের শুল্ক-কর অব্যাহতি এবং অন্যান্য ইলেকট্রিক বাস ও ট্রাকের ক্ষেত্রে ভ্যাট ছাড়া বাকি সব শুল্ক-কর ছাড়ের সুবিধা ৩০ই জুন ২০৩০ পর্যন্ত বহাল রাখা হবে। এ ছাড়া ইলেকট্রিক গাড়ি আমদানিতে করভার কমানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। দেশে ইলেকট্রিক গাড়ি উৎপাদনে উৎসাহিত করতে স্থানীয়ভাবে উচ্চ মূল্য সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য যন্ত্রাংশ ও উপকরণ আমদানিতে তিন শতাংশ আমদানি শুল্ক ছাড়া বাকি সব শুল্ক-কর মওকুফের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটে তুলনামূলক কম মূল্য সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক রেখে অন্যান্য শুল্ক-কর অব্যাহতি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া দেশীয় ই-বাইক উৎপাদন ও সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী

ভেন্ডর প্রতিষ্ঠানগুলোকেও উপকরণ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। একই সাথে ইলেকট্রিক যানবাহনের ব্যবহার বাড়াতে বিআরটিএতে নিবন্ধন ও নবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান দুই লাখ টাকার অগ্রিম আয়কর উল্লেখযোগ্যভাবে কমানোরও প্রস্তাব করা হয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১২.০৬.২০২৬ নারগীস)

'পুশ-ইনের' আগে ভারত সীমান্তের লাইট বন্ধ করে দেওয়া হয়, এটি সবচেয়ে বড়ো সিগন্যাল'

"তাদের সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া বরাবর সীমান্ত সড়ক রয়েছে এবং কাঁটাতারের বেড়ার বিভিন্ন জায়গায় গেট রয়েছে। সীমান্ত সড়ক দিয়ে রাতে বড়ো গাড়িতে করে মানুষ নিয়ে গিয়ে, লাইট বন্ধ করে, কোনো একটি গেট খুলে দিয়ে মানুষ বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দেয় তারা।" ভারতের সীমান্তের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাংলাদেশের দিকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী কীভাবে ঠেলে দিচ্ছে, সেটির ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন বিজিবির দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহমুদুল হাসান। সীমান্ত এলাকায় গত বেশ কিছুদিন ধরেই 'পুশ-ইন' বা 'পুশ-ব্যাক' নিয়ে উত্তেজনা চলছে। বিজিবি-বিএসএফের মধ্যে বারবার পতাকা বৈঠক, উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের ঘটনা তো ঘটেছেই, এমনকি বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকার মানুষ মিলে বিএসএফ সদস্যদের ধাওয়া করেছে- এমন ঘটনাও একাধিকবার ঘটেছে। গত প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্তের বিভিন্ন জায়গায় একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মে মাসের শেষদিক থেকে জুনের প্রথম ভাগ পর্যন্ত সীমান্তের অন্তত ২০টি পয়েন্টে অন্তত ২০০ জন মানুষকে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছে বলে জানিয়েছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি। তারা বলছে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের বাহিনীর সদস্যদের সাথে স্থানীয় মানুষ একজোট হয়ে বাধা দেওয়ায় বাংলাদেশের সীমান্তের ভেতরে প্রবেশ করতে পারেনি কেউ। বিজিবির কর্মকর্তারা বলছেন, প্রতিটি জেলার ক্ষেত্রেই বিএসএফের এই 'পুশ-ইন' করার 'প্যাটার্ন' বা ঘটনাপ্রবাহটা একইরকম। "প্রতিটি 'পুশ-ইনের' আগেই ওই এলাকায় ভারতের সীমান্তের লাইট বন্ধ করে দেওয়া হয়, এটি সবচেয়ে বড়ো সিগন্যাল," বলছিলেন মি. হাসান। এ ধরনের বিষয়গুলো স্থানীয়দের জানিয়ে 'পুশ-ইন' ঠেকাতে তাদের সহায়তা চাওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

সীমান্তে যেমন পরিস্থিতি দেখা গেলো

যশোরের বেনাপোল অঞ্চলে ভারতের সীমান্তের একেবারে লাগোয়া গ্রাম সাদিপুর থেকে আরেক সীমান্তবর্তী গ্রাম রঘুনাথপুরের দিকে যাওয়ার রাস্তাটাও বাংলাদেশের সীমান্তের ঠিক সাথেই। ২ জুন বিকেলের দিকে গাছের ছায়ায় ঢাকা ওই রাস্তায় গিয়ে দেখা যায়, পুরো এলাকাটা যেন এক ধরনের 'ট্যুরিস্ট স্পটে' পরিণত হয়েছে। কারণ আশেপাশের কয়েকগ্রাম থেকে স্থানীয় মানুষ সেখানে জড়ো হয়েছে ভারত থেকে বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দেওয়া মানুষ- যারা দুই দেশের মধ্যবর্তী অঞ্চল বা 'নো ম্যানস ল্যান্ডে' আটকে পড়েছে- তারা কীভাবে রয়েছে তা দেখতে। যদিও দুই দেশের মধ্যবর্তী এলাকা, যেটিকে সাধারণভাবে নো-ম্যানস ল্যান্ড বলা হয়ে থাকে, সেখানে কোনো মানুষের উপস্থিতি দেখা যাচ্ছিল না। জ্যৈষ্ঠ মাসের তীব্র গরমের মধ্যে ৩৬ ঘণ্টারও বেশি সময় দুই দেশের মাঝখানে আটকে থাকা ১০ থেকে ১২ জন ব্যক্তি তখন সম্ভবত ভারতের সীমানার কাঁটাতারের বেড়ার কাছে গাছের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন। নো ম্যানস ল্যান্ডে পড়ে ছিল তাদের কিছু কাপড়, ব্যাগের মতো ব্যবহার্য জিনিসপত্র। বিজিবির অভিযোগ, এই ১০-১২ জনের দলটিকে ৩১ মে মধ্যরাতে ভারতের সীমানার কাঁটাতারের বেড়ার গেট দিয়ে বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দেয় বিএসএফ। সেসময় বিজিবি সদস্যরা মাইকিং করে, টর্চলাইট জ্বালিয়ে তাদের বাংলাদেশের দিকে প্রবেশ করতে বাধা দিলে নো ম্যানস ল্যান্ডে আটকে পড়েন তারা। এর কয়েকদিন পর, জুনের ৭ তারিখ, চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরের বাঙ্গাবাড়ী সীমান্তে গিয়েও অনেকটা একই রকম পরিস্থিতি দেখা যায়। ওই সীমান্ত দিয়ে ২৮ জনকে ৩ জুন ভোররাতে বাংলাদেশের দিকে 'পুশ-ইন' করার চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলে বিজিবি। ৩ জুন ভোররাতে, রাত প্রায় ২টা-আড়াইটার দিকে, বাঙ্গাবাড়ী সীমান্ত চৌকির বিজিবি সদস্যরা এবং স্থানীয় ২০-৩০ জন নারী-পুরুষ মিলে ওই ব্যক্তিদের বাংলাদেশের দিকে ঢুকে যাওয়া থেকে বাধা দেন এবং তাদের 'নো ম্যানস ল্যান্ড' অঞ্চলে থাকতে বাধ্য করেন। ওই সীমান্ত পয়েন্টে ২৮ জন ব্যক্তি আটকা পড়ে ছিলেন দুইদিন ধরে। ৬ জুন রাত থেকে তাদের 'নো ম্যানস ল্যান্ড' অঞ্চলে আর দেখা যায়নি। ওই অঞ্চলের বিজিবির শীর্ষ কর্মকর্তা বলছিলেন সেখানকার বিএসএফ কর্মকর্তাদের সাথে কয়েকদফা আলোচনার পর ৬ জুন রাতে লাইট বন্ধ করে আটকে পড়া ব্যক্তিদের ভারতের সীমান্তের ভেতরে ফিরিয়ে নেয় বিএসএফ। যদিও বিএসএফ এই বিষয় নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য করেনি।

যেভাবে বিএসএফ 'পুশ ইন' করে বলে অভিযোগ উঠছে

মে মাসের শেষদিকে সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলা সংলগ্ন সীমান্তের ভারত অংশে কয়েকশো মানুষ জড়ো হওয়ার বিষয়টি প্রকাশিত হলে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী সব অঞ্চলেই নজরদারি বাড়ায় বিজিবি। আর তার পর থেকেই ঝিনাইদহ, যশোর, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পঞ্চগড়সহ বিভিন্ন জেলার সীমান্তে এই 'পুশ-ইন' করা মানুষ থামাতে থাকে তারা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিএসএফের এই 'পুশ-ইন' করার 'প্যাটার্ন' বা ঘটনাপ্রবাহটা প্রায় একই ধরনের- বলছিলেন বিজিবির দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহমুদুল হাসান। বিজিবির নিজেদের নজরদারি, সামরিক ও বেসামরিক সূত্র আর গোয়েন্দা তথ্যের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, কোনো সীমান্ত দিয়ে মানুষ প্রবেশ করানোর আগে বিএসএফের কিছু কাজ 'সিগন্যাল' হিসেবে কাজ করে।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহমুদুল হাসানের দাবি, সীমান্তের কাছের গ্রামগুলোর সাধারণ মানুষ এই নজরদারি আর টহলের কাজে বিজিবিকে সহায়তা না করলে 'পুশ-ইন' ঠেকানো সম্ভব হতো না বিজিবির পক্ষে।

স্থানীয় মানুষ যেভাবে বিজিবিকে সহায়তা করছে

মে মাসের শেষদিকে যখন সাতক্ষীরার কলারোয়া অঞ্চলের সীমান্তের ভারতের দিকের অংশে মানুষ জড়ো করা হয়, তখন থেকেই ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সংলগ্ন অন্যান্য সীমানা এলাকাতেও কার্যক্রম জোরদার করে বিজিবি। এর একটা বড়ো অংশ জুড়ে ছিল স্থানীয়দের বিভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট করা। "স্থানীয় স্কুলে, মসজিদে, এলাকার বাজারে গিয়ে আমরা নিয়মিত মাইকিং করতে থাকি এবং স্থানীয়দের সাথে আলোচনা করে তাদের জানাই, যে-কোনো ধরনের লক্ষণ দেখলে বুঝবেন যে 'পুশ-ইন' হতে পারে," বলছিলেন বিজিবির নওগাঁ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আরিফুল ইসলাম মাসুম। মি. মাসুম বলছিলেন এর ফলও পাওয়া যায় কয়েকদিনের মধ্যেই। "বাঙ্গাবাড়ী সীমান্তে ৩ জুন মধ্যরাতে যে লাইট বন্ধ হয়েছে এবং কিছু মানুষকে বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, এই খবর আমরা প্রথম পাই সেখানকার বাজারের একজন চৌকিদারের কাছ থেকে।" এই চৌকিদার আমিনউল্লাহ বলছিলেন যে, বিজিবি কয়েকদিন আগে থেকে তাকে সীমান্তের লাইট বন্ধ হওয়া বা রাতে সীমান্তের ওপারে গাড়ি চলাচলের শব্দ শুনলে সতর্ক থাকার জন্য বলে। শুধু তাই নয়, সীমান্তের কয়েকশো মিটারের মধ্যে বাড়ি হওয়ায় ৩ জুন রাতে ভারত অংশ থেকে আসা ২৮ জনকে বাধা দেওয়ার জন্য সবার আগে এগিয়ে যায় তার পরিবারের সদস্যরা, যাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন নারীও ছিলেন। আমিনউল্লাহর বোন বলছিলেন, "রাতে আড়াইটার দিকে উঠে দেখলাম বেশ কয়েকজন পুরুষ আর নারী আমাদের (সীমান্তের) দিকে ঢুকতে চাইছে। বিজিবি পুরুষদের আটকালেও নারীদের গায়ে হাত দিয়ে আটকাতে পারছিল না। তখন আমরা কয়েকজন ওদের মহিলাদের আটকাই আর ভারতের দিকে ঠেলে দেই।"

শুধু বাঙ্গাবাড়ী নয়, আরো বেশ কয়েকটি সীমান্ত অঞ্চলে এসব 'পুশ-ইনের' ঘটনা ঠেকাতে স্থানীয় মানুষদের ভূমিকার কথা সামনে এসেছে। জুনের প্রথমদিকে লালমনিরহাটে বিএসএফ সদস্যদের দিকে একদল গ্রামবাসীর তেড়ে যাওয়ার ঘটনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে বেশ আলোচনা তৈরি করে। এরপর ১০ জুন জামালপুরের একটি সীমান্তের নো ম্যানস ল্যান্ড অঞ্চলে বিজিবি-বিএসএফ সদস্যদের মধ্যে কথা কাটাকাটির ঘটনার পর আবারো স্থানীয় মানুষজন বিএসএফ সদস্যদের অনেকটা 'ধাওয়া' দিয়ে ভারতের সীমান্তের দিকে ঠেলে দেয়। এছাড়া বিভিন্ন সীমান্ত এলাকাতেই স্থানীয় গ্রামবাসী রাত জেগে বিজিবির সাথে পাহাড়া আর টহলে অংশ নিচ্ছে বলেও জানা গেছে। বিজিবির শীর্ষ কর্মকর্তারা বলছিলেন সাধারণ মানুষ টহল না দিলেও অনেক সময় বিপুল সংখ্যায় তাদের উপস্থিতিই কার্যকর হয়। বহু মানুষের উপস্থিতিতে বিএসএফ সাধারণত 'পুশ-ইন' থেকে বিরত থাকে বলে বলছিলেন বিজিবি কর্মকর্তারা। যশোর আর চাঁপাইনবাবগঞ্জের সীমান্তবর্তী এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষদের সাথে কথা বলে বোঝা যায় যে, নো ম্যানস ল্যান্ডে আটকে থাকা মানুষদের জন্য তাদের সহানুভূতি কোনো অংশে কম নয়। আটকে পড়া মানুষের একটা বড়ো অংশ বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ায় তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়েও তাদের মনোভাব ইতিবাচকই। কিন্তু বিজিবির মতো তাদেরও একটাই চাওয়া, এই ফিরিয়ে দেওয়া-নেওয়ার প্রক্রিয়াটা যেন 'পুশ-ইন, পুশ-ব্যাক'-এর মাধ্যমে না হয়ে আইনসঙ্গত পদ্ধতিতে হয়।

বিএসএফ কী বলছে?

বিজিবির অভিযোগের প্রেক্ষিতে এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো বক্তব্য দেয়নি বিএসএফ। তবে বিজিবির সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের বৈঠকে তারা একাধিকবার এই 'পুশ-ইনের' অভিযোগ অস্বীকার করেছে বলে বলছেন বিজিবির শীর্ষ কর্মকর্তারা। "বিএসএফের ব্যাখ্যা, তারা এই 'পুশ-ইনের' সাথে জড়িত না এবং তারা জানে না এই মানুষজন জিরো লাইনের এপারে কীভাবো এলো। তারা মনে করে, যারা নো ম্যানস ল্যান্ডে আটকা পড়েছে তারা বাংলাদেশের নাগরিক," বিজিবির অভিযোগ সম্পর্কে বিএসএফ কী ব্যাখ্যা দিচ্ছে, সেই প্রশ্নের উত্তর এভাবেই দেন বিজিবির রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহমুদুল হাসান। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১২.০৬.২০২৬ নারগীস)

আদ্-দ্বীন হাসপাতালের ভর্তি রোগীরা অনিশ্চয়তায়, লাইসেন্স বাতিল ঘিরে বিতর্ক

"অপরাধ করছে, সরকার বন্ধ করবে ঠিক আছে, কিন্তু আমরা এখন কী করবো? হঠাৎ করে এই সিদ্ধান্ত, আমরা এখন কোথায় যাব?" এভাবেই বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন ঢাকার আদ্-দ্বীন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক রোগীর স্বজন মোহাম্মদ তুহিন। হাম ও নিউমোনিয়া আক্রান্ত হয়ে গত সাতদিন ধরে হাসপাতালটিতে চিকিৎসাধীন রয়েছে তার চার বছরের সন্তান। ছয় নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় অবহেলার প্রমাণ পাওয়ায় আদ্-দ্বীন হাসপাতালের লাইসেন্স বাতিলের পর মি. তুহিনের মতো অনেকেই বিপাকে পড়েছেন। শুক্রবার সকালে সরেজমিন হাসপাতালটিতে গিয়ে দেখা গেছে, ভর্তি থাকা রোগীদের অনেকেই হাসপাতাল ছেড়ে যাচ্ছেন। চিকিৎসা পাবেন কিনা- এমন শঙ্কা থেকেই হাসপাতাল পরিবর্তনের সিদ্ধান্তের কথা জানান অনেক রোগীর স্বজন। এছাড়া নতুন করে রোগী ভর্তি না করা বা বহির্বিভাগ পুরোপুরি বন্ধ থাকায় চিকিৎসা নিতে আসা অনেককেই ফিরে যেতে দেখা যায়। লাইসেন্স বাতিলের এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হাসপাতালটির কর্মকর্তা- কর্মচারীরাও।

একদিকে গাফিলতি ও অবহেলার প্রমাণ পাওয়ায় হাসপাতালের লাইসেন্স বাতিলের সিদ্ধান্ত, অন্যদিকে চারশোর বেশি ভর্তি রোগী এবং হাসপাতালটিতে কর্মরতদের চাকরির অনিশ্চয়তা। সব মিলিয়ে ছয় নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় আদ্-

দ্বীন হাসপাতাল ঘিরে বেশ জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। যদিও লাইসেন্স বাতিলে সরকারের নেওয়া সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য আপিল করার কথা জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এদিকে, আদ্-দ্বীন হাসপাতালের লাইসেন্স বাতিলের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নতুন বিতর্ক সামনে এনেছেন হাসপাতালটির পক্ষের সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শিশির মনির। তার দাবি, হাসপাতালের লাইসেন্স নয়, বরং প্যাথলজি সেন্টারের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। অবশ্য এ বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য করেনি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

অনিশ্চয়তায় ভর্তি রোগীরা

নেই প্রতিদিনের ব্যস্ততা, ভিড়। কেবল হাসপাতালের কর্মী, আগের ভর্তি রোগীদের স্বজন আর গেটের বাইরে ক্যামেরা হাতে কয়েকজন গণমাধ্যম কর্মী শুক্রবার দুপুরে সরেজমিন আদ্-দ্বীন হাসপাতালে গিয়ে এমনই পরিস্থিতিই দেখা যায়। হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়ার পথে রোগী বা তাদের স্বজনদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছেন গণমাধ্যম কর্মীরা। ঢাকার বাংলামটর এলাকার বাসিন্দা সুমন বিশ্বাসের সাথে কথা হয় বিবিসি বাংলার। মি. বিশ্বাস জানান, সন্তানের চিকিৎসার জন্য আদ্-দ্বীন হাসপাতালে এসেছিলেন। কিন্তু নতুন রোগী ভর্তি বন্ধ থাকায় অন্য হাসপাতালে চলে যাচ্ছেন বলে জানান তিনি। হাসপাতালের গেটের কাছেই ব্যাগ নিয়ে অপেক্ষা করতে দেখা যায় কয়েকজনকে। তাদের কারও চিকিৎসা সম্পন্ন হয়েছে, আবার কেউ কেউ চিকিৎসার মাঝ পথেই হাসপাতাল বদলাচ্ছেন। সাতক্ষীরার শ্যামনগর থেকে চিকিৎসা নিতে আসা মোকসেদ আলী বিবিসি বাংলাকে বলেন, হাসপাতালের লাইসেন্স বাতিল হওয়ার পর থেকে অনেক রোগীই হাসপাতাল ছেড়েছেন। "সোমবারের দিন সিজার হইছে, ডাক্তাররা বলছিল কয়েকদিন থাকা লাগবে। গত রাতে আবার বললো মোটামুটি সুস্থ বাসায় নিয়ে যাতি পারেন, তাই আজকে চলে যাচ্ছি," বলেন তিনি। লাইসেন্স বাতিল হওয়ার পর থেকেই আদ্-দ্বীন হাসপাতালে নতুন করে রোগী ভর্তি বন্ধ রাখা হয়েছে। আর যে-সব রোগী হাসপাতালটিতে আগে থেকেই চিকিৎসাধীন, তাদের শারীরিক পরিস্থিতি বিবেচনায় কাউকে ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে, আবার কাউকে অন্য হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গেছে হাসপাতালটির নার্স কিংবা কর্মচারীদের অনেককেই। তারা বলছেন, হাসপাতাল বন্ধ হয়ে গেলে তাদের চাকরির ব্যবস্থা কে করবে? গণমাধ্যম কর্মীদের উপরও ক্ষোভ রয়েছে তাদের। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হাসপাতাল প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা বিবিসি বাংলাকে জানান, অপেক্ষাকৃত কম ক্রিটিক্যাল রোগীদেরকে ছাড়পত্র দিয়ে দিচ্ছেন তারা। তবে ক্রিটিক্যাল রোগী- অর্থাৎ যারা আইসিইউতে বা পোস্ট অপারেটিভ ইউনিটে রয়েছেন, তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে একটু সময় নেওয়া হচ্ছে। "ভর্তি রোগীদের চিকিৎসা অব্যাহত আছে," বলেও জানান তিনি। শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত ওই হাসপাতালে কতজন রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন- এ বিষয়ে নতুন কোনো তথ্য দেয়নি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

তবে ১১ জুন লাইসেন্স বাতিলের সিদ্ধান্তের পর এক বিজ্ঞপ্তিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল যে, তখনও ৪১৬ জন রোগী সেখানে ভর্তি ছিলেন। যার মধ্যে এনআইসিইউতে ৬০ নবজাতক শিশু, আইসিইউতে ২০ জন এবং সিসিইউতে ভর্তি চার জন রোগী।

লাইসেন্স বাতিল ঘিরে বিতর্ক

গত ২৭ মে ভোরে মগবাজারের আদ-দ্বীন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পোস্ট-অপারেটিভ ওয়ার্ডে কয়েকঘণ্টার ব্যবধানে ছয় নবজাতকের মৃত্যু হয়। এক হাসপাতালে প্রায় একই সময়ে ছয় নবজাতকের মৃত্যুর এই ঘটনা সারাদেশে আলোড়ন তৈরি করেছিল। এই ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনা এবং চিকিৎসায় অবহেলাসহ নানা অভিযোগ তোলেন ভুক্তভোগীরা। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ওইদিনই তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। প্রাথমিকভাবে জানানো হয়, যে ওয়ার্ডে এই ঘটনা ঘটেছিল, সেখানে "শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশের মতো পরিস্থিতি" পাওয়া গেছে। ৪ জুন ওই কমিটির দেওয়া প্রতিবেদনে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতি ও দায়িত্বরত নার্স-স্টাফদের অবহেলার বিষয়টি উঠে আসে। এই প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে হাসপাতালটিকে 'লাইসেন্স কেন বাতিল করা হবে না' মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়। যেখানে ৭ জুন বিকেল ৫টার মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে আদ্-দ্বীন হাসপাতালে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, ছয় নবজাতকের আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনা প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে যে জবাব ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা সন্তোষজনক নয়। লাইসেন্স বাতিলের পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে সরকারের কাছে আপিল বা পুনর্বিবেচনা করার আইনি সুযোগ রয়েছে বলেও ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক প্রভাত চন্দ্র বিশ্বাস জানান, মেডিক্যাল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিস রেগুলেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৮২ অনুযায়ী হাসপাতালটির লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করার কথা জানিয়েছে আদ্-দ্বীন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে হাসপাতালটির পরিচালক মো. তারিকুল ইসলাম মুকুল জানান, হাসপাতালের লাইসেন্স বাতিলে সরকারের নেওয়া সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আপিল করবে। এছাড়া, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত জনস্বার্থ বিবেচনায় হাসপাতালের কার্যক্রম চালু রাখার আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি। "আমাদের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের যেন কোনো ধরনের ক্ষতি না হয়, সে বিষয়েও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া

হচ্ছে," বলেন মি. মুকুল। এদিকে, আদ্-দ্বীন হাসপাতালের লাইসেন্স নয়, বরং প্যাথলজি সেন্টারের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন আইনজীবী শিশির মনির। নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে শুক্রবার দুপুরে এই বিষয়ে একটি পোস্ট দিয়েছেন তিনি। যেখানে মি. মনির দাবি করেছেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নোটিশে হাসপাতালের বদলে প্যাথলজির লাইসেন্স নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে। লাইসেন্স বাতিলের বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগও তুলেছেন তিনি। এ বিষয়ে কথা বলতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার সাথে কথা বলা সম্ভব হয়নি। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১২.০৬.২০২৬ আলী আহমেদ)

এনএইচকে

তেহরানের সঙ্গে শীঘ্রই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে: ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই সপ্তাহে ইরানের ওপর 'খুব কঠোর' আঘাত হানার পাশাপাশি দেশটির তেল অবকাঠামো দখল করে নেয়ার হুমকি দিচ্ছিলেন। তবে, তিনি এখন বলছেন যে তিনি হামলাগুলো বাতিল করেছেন এবং ইরানের উচ্চপর্যায়ের নেতারা একটি চুক্তির শর্তাবলিতে সম্মত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প বলেন, "আমরা এইমাত্র ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের একটি চমৎকার নিষ্পত্তি ঘটিয়েছি, এবং এখন শুধু নথিপত্র চূড়ান্ত করার অপেক্ষা। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই এটি সম্পন্ন হয়ে যাবে বলে আশা করছি। সম্ভবত ইউরোপে এসংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।" ট্রাম্প বলেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা চুক্তিটি অনুমোদন করেছেন এবং তিনি আরও বলেন, চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হলেই যুক্তরাষ্ট্র তার নৌ অবরোধ তুলে নেবে। তবে, ইরানের তাসনিম বার্তা সংস্থা জানিয়েছে, তেহরান আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো চুক্তির কথা নিশ্চিত করেনি। সংস্থাটি এও উল্লেখ করেছে যে, ট্রাম্প গত দুই মাস ধরেই বারবার দাবি করে আসছেন যে একটি চুক্তি "আসন্ন"। অন্যদিকে, ফার্স বার্তা সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, চুক্তির লিখিতরূপ এখনো অনুমোদিত হয়নি।
(এনএইচকে ওয়েব পেজ: ১২.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

রেডিও তেহরান

ইসলামী ব্যাংকে সরকার অবৈধ হস্তক্ষেপ করছে না: গভর্নর

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মো. মোস্তাকুর রহমান বলেছেন, ইসলামি ব্যাংকে সরকার অবৈধ হস্তক্ষেপ করছে না এবং ব্যাংকটির কার্যক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো অনিয়মতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ করেনি। আজ (শুক্রবার) বিকেল ৩টায় রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটোত্তর সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। গভর্নর বলেন, অন্তবর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ইসলামি ব্যাংকে ৫ সদস্যের একটি বোর্ড ছিল। ওই বোর্ডের একজন সদস্যের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ ওঠায় গত ১৬ মার্চ তাকে পরিবর্তন করা হয়। এর বাইরে বাংলাদেশ ব্যাংক কারও বদলি বা পদোন্নতির বিষয়ে কোনো নির্দেশনা দেয়নি। সোশ্যাল মিডিয়ায় গুঞ্জন ছড়িয়েছে যে ইসলামি ব্যাংকে সরকার অবৈধ হস্তক্ষেপ করছে। কিন্তু বাস্তবে এমন কিছু হয়নি।
মোস্তাকুর রহমান বলেন, ঈদের আগের দিন সকাল থেকে ইসলামি ব্যাংকের তৎকালীন চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবিতে স্লোগান শুরু হয়। পরে বিকেলে তিনি পদত্যাগ করেন। এরপর পরিস্থিতি বিবেচনায় তাৎক্ষণিকভাবে একজনকে চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এর পর থেকেই ব্যাংকটিতে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব আইন ও বিধিমালা রয়েছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী আগামী কয়েকদিনের মধ্যে সেগুলো প্রয়োগ করা হবে। গভর্নর আশ্বস্ত করে বলেন, আমার মনে হয় না যারা আমানতকারী, তাদের কোনো সমস্যা হবে। আমানতকারীরা যেকোনো সময় তাদের টাকা তুলতে পারবেন। ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে জরুরি তারল্য সহায়তা (ইমারজেন্সি লিকুইডিটি) চেয়েছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সেই সহায়তা দেওয়া হবে। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত রয়েছেন- অর্থমন্ত্রী ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ (টুকু), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন, শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন, কৃষি, মৎস্য ও পানি সম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ, অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ সাকি, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন, ডাক-টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা রেহান আসিফ আসাদ, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এ বি এম আব্দুস সাত্তার, মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. নাসিমুল গনি, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মো. মোস্তাকুর রহমান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান এবং প্রধানমন্ত্রীর বিনিয়োগ ও পুঁজিবাজার বিষয়ক বিশেষ সহকারী তানভীর গনি। (রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ১২.০৬.২০২৬ নারগীস)

২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট নিয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী গতকাল জাতীয় সংসদে ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার যে বাজেট উত্থাপন করেছেন তা নিয়ে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের এই বাজেটকে একদিকে যেমন 'উচ্চাভিলাষী ও অবাস্তব ভিত্তির' ওপর দাঁড়ানো বলে শঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে, অন্যদিকে একে 'অর্থনীতি চাঙা করার ইতিবাচক উদ্দীপক' হিসেবেও দেখছেন কেউ কেউ।

বাজেট পরবর্তী আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ায় রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি, আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি), গবেষণা সংস্থা সিপিডি এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদরা তাদের ভিন্নধর্মী মূল্যায়ন তুলে ধরেছেন।

বাজেট বাস্তবায়নে জামায়াতের 'তিন বড়ো বাধা'

আজ (শুক্রবার) দুপুরে রাজধানীর মগবাজারে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানান জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। তিনি বাজেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান তিনটি প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করেছেন :

১. জ্বালানি খাতের ক্রমবর্ধমান ব্যয় : বিগত তিন মাসে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম দফায় দফায় বৃদ্ধি পাওয়ায় সামগ্রিক উৎপাদন ও বাস্তবায়ন ব্যয় অনেক বেড়ে যাবে।

২. লাগামহীন উচ্চ মূল্যস্ফীতি : বর্তমান বাজারের লাগামহীন মূল্যস্ফীতি সামষ্টিক অর্থনীতির ওপর বড়ো চাপ সৃষ্টি করছে।

৩. ভূরাজনৈতিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা : বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অস্থিরতা অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

জামায়াতের মতে, এই তিন সংকটের কারণে সরকারের পক্ষে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং বাজেট বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত কঠিন হবে।

বাজেটে অর্থনৈতিক সংস্কার হবে না : নাহিদ ইসলাম

বিএনপি সরকারের ঘোষিত নতুন বাজেটে (প্রস্তাবিত) দেশের অর্থনৈতিক কোনো সংস্কার হবে না বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। শুক্রবার (১২ জুন) বিকেলে চট্টগ্রামের সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই মন্তব্য করেন। নাহিদ ইসলাম বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটে ৬ লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে, যা মূলত বাস্তবতাবিবর্জিত। কারণ, বাংলাদেশের ইতিহাসে কখনোই এত রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান যে কর বা রাজস্ব আদায়ের কাঠামো রয়েছে, তার মধ্যদিয়ে এই বিশাল লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

ঘাটতি ও ঋণনির্ভর বাজেট অর্থনীতিকে আরও ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেবে: এবি পার্টি

জাতীয় সংসদে উত্থাপিত ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু ও সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, দেশের অর্থনীতি বর্তমানে যে গভীর সংকট ও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, সেই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের কোনো সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা এই বাজেটে নেই। বরং প্রস্তাবিত বাজেট অর্থনীতির বিদ্যমান দুর্বলতা দূর করার পরিবর্তে নতুন ঝুঁকি ও সংকট সৃষ্টি করবে।এই ঘাটতি ও ঋণনির্ভর বাজেট অর্থনীতিকে আরও ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেবে। তারা বলেন, প্রায় আড়াই লাখ কোটি টাকার ঘাটতি নিয়ে ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার যে বিশাল বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে, তা বাস্তবতার চেয়ে কাগুজে উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন বেশি। সরকারের এই বাজেট মূলত জনগণকে পরিসংখ্যানের মোড়কে বিভ্রান্ত করার একটি প্রচেষ্টা। জনগণের প্রকৃত চাহিদা, অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং বর্তমান বাস্তবতা বিবেচনায় না নিয়ে একটি গতানুগতিক ও ঋণনির্ভর বাজেট উপস্থাপন করা হয়েছে।

সামষ্টিক লক্ষ্যমাত্রার 'ভিত্তি' নিয়ে সিপিডির তীব্র সমালোচনা

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এক সংবাদ সম্মেলনে প্রস্তাবিত বাজেটের সামষ্টিক অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রার মূল ভিত্তি নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে।

ত্রুটিপূর্ণ ভিত্তি বছর: সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রকৃত অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে আড়াল বা অতিমূল্যায়ন করে নতুন বাজেটের প্রাক্কলন (বিনিয়োগ, রপ্তানি, আমদানি, জিডিপি প্রবৃদ্ধি) করা হয়েছে। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো স্বীকার করে বাস্তবসম্মত ভিত্তি ঠিক করতে নতুন সরকার ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে বাজেটের শৃঙ্খলা নষ্ট হতে পারে।

দরিদ্রদের ওপর করের বোঝা: সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন করমুক্ত আয়ের সীমা ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে মাত্র ৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা করার সমালোচনা করেন। উচ্চ মূল্যস্ফীতির বাজারে এই সামান্য বৃদ্ধি নিম্ন আয়ের মানুষকে কোনো স্বস্তি দেবে না। তবে আগামী ৫ বছরের জন্য করকাঠামোর দীর্ঘমেয়াদি পথরেখা (যেমন ২০৩০-৩১ সালে করমুক্ত সীমা সাড়ে ৪ লাখ টাকা করা) এবং করপোরেট কর অপরিবর্তিত রাখার পূর্বাভাসকে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছে সিপিডি।

কালোটাকা সাদা করার নৈতিক স্খলন: আবাসন খাতে কালোটাকা সাদা করার সুযোগ বহাল রাখায় সিপিডি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। মোস্তাফিজুর রহমান ও ফাহমিদা খাতুন উভয়েই উল্লেখ করেন, এটি সৎ করদাতাদের প্রতি চরম বৈষম্য এবং সমাজে নৈতিক স্খলনের ঝুঁকি তৈরি করে। দুর্নীতিবাজদের সুবিধা দেওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে নেতিবাচক রাজনৈতিক বার্তা যাবে।

অর্থনীতিবিদদের দ্বিমুখী মূল্যায়ন: সংশয় বনাম আশার আলো

বাজেটের সার্বিক দিক নিয়ে দেশের দুই শীর্ষ অর্থনীতিবিদ সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি মত প্রকাশ করেছেন।

'বাজেট উচ্চাভিলাষী এবং লক্ষ্যমাত্রা অসম্ভব': আহসান এইচ মনসুর

অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বাজেটকে অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী আখ্যা দিয়ে বলেন, ব্যাংকিং খাতের সংকট (বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংকসহ কিছু প্রতিষ্ঠানের সমস্যা) এবং সরকারি ঋণপ্রবাহ প্রায় ৩০ শতাংশে পৌঁছানো দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিকে চাপে ফেলবে। যেখানে বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ ৪.৫ শতাংশে নেমে এসেছে, সেখানে বিনিয়োগের লক্ষ্য অর্জন অসম্ভব। চলতি অর্থবছরের বিশাল ঘাটতির পর নতুন বছরে আরও ২ লাখ ১ হাজার কোটি টাকার অতিরিক্ত রাজস্ব প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রাকে তিনি 'অসম্ভব টার্গেট' বলেছেন। পাশাপাশি আগামী মাসগুলোতে মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশ ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

'বাজেট জনবান্ধব ও অর্থনীতি চাঙা করার উদ্দীপক': আবু আহমেদ

ভিন্ন সুর টেনে অর্থনীতিবিদ আবু আহমেদ এই বাজেটকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন। তার মতে, পরিচালন ব্যয় মোট আয়ের ৭২% থেকে কমিয়ে ৬৬-৬৮ শতাংশে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা সফল হলে উন্নয়ন প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়বে এবং ঘাটতি বাজেটের ওপর নির্ভরতা কমবে। বন্ড ও ইসলামিক সুকুকের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের সুযোগ পুঁজিবাজারকে শক্তিশালী করবে। মোবাইল সিমের ওপর নির্দিষ্ট কর প্রত্যাহার, কর অবকাশ ও কর ছাড়ের মতো উদ্যোগগুলো বেসরকারি খাতকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করবে এবং আগামী ৬ মাস থেকে ১ বছরের মধ্যে অর্থনীতি আবার গতি ফিরে পাবে বলে তিনি আশাবাদী। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট নিয়ে সামগ্রিক মূল্যায়ন থেকে এটি স্পষ্ট যে, নতুন সরকারের এই বাজেট অর্থনৈতিক মন্দা কাটানোর কিছু ভালো রূপরেখা ধারণ করলেও, উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও রাজস্ব আদায়ের বিশাল লক্ষ্যমাত্রার কারণে এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এক বড়ো ধরনের অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হবে।

(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ১২.০৬.২০২৬ নারগীস)

ডয়চে ভেলে

আদ্-দ্বীনের লাইসেন্স বাতিল, প্রতিবাদ শফিকুর রহমানের

ছয় নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় ঢাকার মগবাজারে অবস্থিত আদ্-দ্বীন হাসপাতালের লাইসেন্স বাতিলের সিদ্ধান্ত মোটেই ঠিক হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলনেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে শফিকুর রহমান এই মন্তব্য করেন। মগবাজারে অবস্থিত আদ্-দ্বীন হাসপাতালের লাইসেন্স বাতিল করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। বৃহস্পতিবার হাসপাতালটির নির্বাহী পরিচালক ও স্বত্বাধিকারী শেখ মহিউদ্দীনকে পাঠানো এক চিঠিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে ফেসবুক পোস্টে শফিকুর রহমান লিখেছেন, সম্প্রতি আদ্-দ্বীন হাসপাতালে ছয় নবজাতকের মৃত্যু হলে তারা সবাই এ ঘটনায় গভীর দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করেন। ঘটনাটি অবশ্যই অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরকার হাসপাতালটির লাইসেন্স বাতিল করেছে। এটি মোটেই ঠিক সিদ্ধান্ত হয়নি। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১২.০৬.২০২৬ রনি)

পাক-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে বিক্ষোভ, গুলি, মৃত্যু

পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে প্রবল বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদকারীদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষে এখনো পর্যন্ত অন্তত ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে ১১ জন বিক্ষোভকারী এবং চারজন নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মী বলে বিবিসি জানিয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে এই বিক্ষোভ চলছে। বৃহস্পতিবার একজনের মৃত্যু হয়েছে। বার্তাসংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, জয়েন্ট আওয়ামী অ্যাকশন কমিটি এই বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিচ্ছে। আর্থিক ও রাজনৈতিক অধিকাররক্ষার দাবিতে তারা আন্দোলন করছে। পুলিশ প্রধান লিয়াকত মালিক বলেছেন, ২৩ জন নিরাপত্তা কর্মী ও ৫০ জন বিক্ষোভকারী আহত হয়েছেন। বিক্ষোভকারীদের গুলিতে চারজন নিরাপত্তা অফিসার মারা গেছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, পুলিশের গুলিতে বিক্ষোভকারীরা প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া মুজফফরাবাদে পাক-কাশ্মীরে সেনার একটি হেলিকপ্টার প্রযুক্তিগত কারণে ভেঙে পড়েছে। তার ফলে ২২ জন সেনার মৃত্যু হয়েছে।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১২.০৬.২০২৬ রনি)

উত্তর কোরিয়াকে ড্রোন পাঠানোয় ৩০ বছরের কারাদণ্ড

উত্তর কোরিয়াকে ড্রোনপাঠানোর অপরাধে ৩০ বছরের হাজতবাস হলো দক্ষিণ কোরিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইয়ুন সুক ইয়লের। শুক্রবার এই সাজা শুনিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার একটি আদালত। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবে পিয়ংইং-এর সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করতে ড্রোন পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন, যাতে তিনি ২০২৪-এর ডিসেম্বরে ঘোষণা করা মার্শাল ল'র ব্যর্থতা ঢাকতে পারেন। রাজধানী সিওলের সেন্ট্রাল ডিসট্রিক্ট কোর্ট এই রায় দেয়। দেশের ইয়োনহাপ সংবাদসংস্থা জানায়, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং শত্রুকে সাহায্য করায় তাকে দোষী হিসেবে চিহ্নিত করে আদালত। ইয়ুন তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেন। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১২.০৬.২০২৬ রনি)

বিশ্বকাপ ফুটবলের উদ্বোধনী ম্যাচেই তিন লালকার্ড

২০২৬ সালের পুরুষদের ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হলো মেক্সিকো বনাম সাউথ আফ্রিকার ম্যাচ দিয়ে। আর সেই প্রথম ম্যাচেই তিনটি লালকার্ড। সাউথ আফ্রিকার দুইজন ও মেক্সিকোর একজনকে লাল কার্ড দেখালেন ব্রাজিলের রেফারি

উইলটন সাম্পাইয়োর। প্রথম ম্যাচে মেক্সিকো ২-০ গোলে জিতলেও খেলা দেখে মন ভরেনি ফুটবলপ্রেমীদের। প্রথম লাল কার্ড ৬৫ মিনিটে। গোল করতে উদ্যত ব্রায়ান গুতিয়েরেজকে ফাউল করেন ইয়াইয়া সিথোলে। রেফারি লাল কার্ড দেখান। তার ২০ মিনিট পর বল ক্লিয়ার করার সময় এনজোয়ানকে ধাক্কা মারেন আরভারালদোকে। রিপ্লে দেখার পর রেফারি এনজোয়ানেকে লালা কার্ড দেখান। খেলা শেষের দিকে মেক্সিকোর সিজার মন্তেস লাল কার্ড দেখেন। ম্যাচের রাশ মেক্সিকোর হাতে ছিল। তবে পরের দিকে তাদেরও গতি কমে যায়। নয়জন হয়ে যাওয়ার পর সাউথ আফ্রিকার কিছু করার ছিল না। তারাও খুব একটা ভালো ফুটবল খেলতে পারেনি।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১২.০৬.২০২৬ রনি)

সীমান্তে সহযোগিতা বাড়াতে একমত বিজিবি-বিএসএফ

সীমান্তের গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান ও সমন্বিত টহলের মাধ্যমে সীমান্তে সহযোগিতা আরও জোরদার করতে একমত হয়েছে বাংলাদেশ ও ভারত। শুক্রবার বিজিবি-বিএসএফ এর এক যৌথ বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ২০২৪ সালে গণঅভ্যুত্থানে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির পর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থিতিশীল করার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশের বর্তমান বিএনপি সরকার। কিন্তু এর মধ্যেই কাগজবিহীন অভিবাসীদের শনাক্ত ও ফেরত পাঠানোর বিষয়ে ভারতের উদ্যোগে নিয়ে এই সম্পর্কে নতুন জটিলতা দেখা দিয়েছে। ঢাকার অভিযোগ, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই অভিবাসীদের জোর করে সীমান্ত পার করার চেষ্টা করছে। নয়াদিল্লিতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ - বিজিবি এবং ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স - বিএসএফ এর শীর্ষ সীমান্ত কর্মকর্তাদের চার দিনের বৈঠক শেষে এক বিবৃতিতে এই আলোচনাকে 'সৌহার্দ্যপূর্ণ, ইতিবাচক ও ভবিষ্যৎমুখী' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। নিয়মিত এই আলোচনায় 'সীমান্ত এলাকায় অবৈধ, অনিচ্ছাকৃত ও জোরপূর্বক অনুপ্রবেশের' বিষয়টিও স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চার হাজার কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘ সীমান্ত এটি। ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের মতো বাংলাদেশের সীমান্তে থাকা রাজ্যগুলোর শাসনক্ষমতায় রয়েছে ভারতের কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকা দল ভারতীয় জনতা পার্টি -বিজেপি। অনিয়মিত অভিবাসন সমস্যা মোকাবিলাকে দলটি অগ্রাধিকার হিসেবে ঘোষণা করেছে। গত বছর থেকেই সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলো থেকে বাংলাভাষী মুসলিমদের 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারী' হিসেবে চিহ্নিত করে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে একাধিকবার উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মানবপাচার, সীমান্তে মৃত্যু, চোরাচালান, অবকাঠামো এবং 'সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' বাস্তবায়নের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে দুই দেশের মধ্যে। পরবর্তী বিজিবি-বিএসএফ শীর্ষ বৈঠকে নভেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১২.০৬.২০২৬ রনি)

হরমুজে হামলায় নাবিকের প্রাণহানির ঘটনায় ভারতে মার্কিন দূতকে তলব

ওমান উপকূলে বাণিজ্যিক জাহাজের ওপর মার্কিন সামরিক হামলার ঘটনায় প্রতিবাদ জানাতে ভারত শুক্রবার মার্কিন মিশনের উপ-প্রধান জেসন মিকসকে তলব করেছে। তিন দিনের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার নয়াদিল্লি হরমুজে হামলার বিষয়ে মার্কিন কূটনীতিককে ডেকে নিজেদের উদ্বেগ জানালো। বুধবার ওমান উপকূলে সেন্তেবেলো নামের ট্যাঙ্কারে মার্কিন হামলায় তিনজন ভারতীয় নাবিক নিহত হন। বৃহস্পতিবার জলবীর নামের আরেকটি জাহাজে হামলার পর সেটির ২০ জন ক্রুকে উদ্ধার করা হয়। বার্তাসংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারত এই হামলাকে 'অগ্রহণযোগ্য' বলে আখ্যা দিয়ে মার্কিন কূটনীতিককে বলেছে, ওই অঞ্চলে মোতায়েন মার্কিন বাহিনীকে বেসামরিক প্রাণহানি এড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে হবে। এদিকে এই ইস্যুতে কোনো বিবৃতি না দেয়ায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা করেছেন বিরোধীদলীয় নেতা কংগ্রেস পার্টির রাহুল গান্ধী।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১২.০৬.২০২৬ রনি)

রুশ তেল আমদানি নিয়ে দ্বৈত নীতি, অ্যামেরিকা-ইউরোপের সমালোচনায় জয়শঙ্কর

রুশ তেল কেনার বিষয়ে ভারতের নীতি মূল্য ও সহজলভ্যতার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয় বলে মন্তব্য করেছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। রুশ তেল কেনার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তনশীল অবস্থানেরও সমালোচনা করেন তিনি। ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার স্টাবের আয়োজনে দেশটির রাজধানী হেলসিঙ্কিতে কুলতারান্তা টকস নামের আলোচনায় বৃহস্পতিবার এই কথা বলেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। জয়শঙ্করকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ইউক্রেন সংঘাতের আবহে ভারত কি রাশিয়া থেকে তেল কেনার ব্যাপারে অতিরিক্ত আগ্রহী হয়ে উঠেছে কি না। উত্তরে জয়শঙ্কর বলেন, ঐতিহাসিকভাবে ভারতের তেল সরবরাহের অন্যতম প্রধান উৎস মধ্যপ্রাচ্য থেকে তেল কেনা শুরু করে ইউরোপ। এ কারণেই ভারত রুশ তেল কেনার দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হয়েছিল। তিনি বলেন, ''অর্থাৎ, পরিস্থিতির কারণেই আমরা একটি নির্দিষ্ট পথে এগোতে বাধ্য হয়েছি।'' রুশ তেলের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিমুখী আচরণেরও অভিযোগ তোলেন জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, ''বিশ্ববাজার স্থিতিশীল রাখার স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রই ভারতকে রুশ তেল কেনার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিল।'' তিনি বলেন, ''গত বছর রুশ তেল কেনার জন্য আমাদের ওপর শুল্ক আরোপ করার পর যুক্তরাষ্ট্র নিজেই আবার রুশ তেলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। তাই এখানে কোনো বড় নীতি-নৈতিকতার বিষয় জড়িত, এমন ভান করার কোনো মানে হয় না।'' জয়শঙ্কর বলেন, ''বিষয়টি যদি এমন হয় যে, সুবিধামতো কাজ করব আর

অসুবিধা হলে করব না, তবে আমরা সবাই প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ। এই খেলার ধরনটা আমাদের সবারই জানা।'' এই বিষয় নিয়ে নৈতিকতার বুলি আওড়ানোর কোনো বিশেষ উপযোগিতা নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি। ইউরোপের তথাকথিত 'নৈতিক অস্পষ্টতা'র দিকেও ইঙ্গিত করেছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, ''ইউরোপীয়রা এমন সব অস্ত্র বিক্রি করে, যা ভারতের ওপর হামলার কাজে ব্যবহৃত হয়। শুধু এখন নয়, বহু বছর ধরেই এমনটা চলছে। অথচ আমরা ভারতীয়রা কখনোই ইউরোপকে বিপদের মুখে ফেলার মতো কোনো কাজ করিনি।'' তবে এক্ষেত্রে জয়শঙ্কর ঠিক কোন অস্ত্র বিক্রি বা 'হামলা'-র কথা উল্লেখ করেছেন, তা স্পষ্ট করেননি। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১২.০৬.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

কক্সবাজারে প্রধানমন্ত্রীর দিনব্যাপী কর্মসূচি আজ

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান শনিবার (১৩ জুন) কক্সবাজারে দিনব্যাপী একাধিক সরকারি ও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। সফরে তিনি খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সূচনা, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের এক শহিদের কবর জিয়ারত, দুটি নতুন প্রশাসনিক ইউনিটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং রাজনৈতিক জনসভায় ভাষণ দেবেন। সফরসূচি অনুযায়ী, সকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কক্সবাজার বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা হবেন প্রধানমন্ত্রী। কক্সবাজার পৌঁছে তিনি পিএমখালী ইউনিয়নের পাতলী খাল পুনঃখনন অনুষ্ঠানের উদ্দেশে যাত্রা করবেন। সকাল সাড়ে ১০টায় পিএমখালী ইউনিয়নে পাতলী খাল পুনঃখনন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে খননকাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত পথসভায়ও বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে তার। এরপর তিনি ডুলাহাজারা সাফারি পার্ক পরিদর্শন করবেন। পরে মালুমঘাট সংরক্ষিত বনে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে 'দেশব্যাপী ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির' উদ্বোধন করবেন।

সফরের পরবর্তী অংশে প্রধানমন্ত্রী পেকুয়া উপজেলার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। সেখানে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান-২০২৪–এ কক্সবাজার জেলার প্রথম শহিদ মো. ওয়াসিমের কবর জিয়ারত করবেন এবং তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। একই এলাকায় নবগঠিত পেকুয়া পৌরসভার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি নবগঠিত মাতামুহুরী উপজেলার ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করার কথা রয়েছে। বিরতির পর বিকেল ৪টায় চকরিয়া পৌর বাস টার্মিনাল এলাকায় আয়োজিত রাজনৈতিক জনসভায় যোগ দেবেন তিনি। সেখানে দলের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে। জনসভা শেষে প্রধানমন্ত্রী চকরিয়া থেকে মেরিন ড্রাইভ সড়ক অভিমুখে যাত্রা করবেন। এ সময় তিনি মেরিন ড্রাইভ সড়ক ও সমুদ্রসৈকত পরিদর্শন করবেন। দিনের শেষ কর্মসূচি হিসেবে কক্সবাজারের লং বিচ হোটেলের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত সুধী সমাবেশে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী। পরে কক্সবাজার বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার মাধ্যমে তার সফর শেষ হবে।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ : ১৩.০৬.২০২৬ নারগীস)

কানাডা-বসনিয়া ম্যাচে সমতা, পয়েন্ট ভাগাভাগি

গোল মিসের পসরা সাজিয়ে বসেছিলো কানাডা এবং বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা। টরন্টো স্টেডিয়ামে (বিএমও ফিল্ড) ইউরোপিয়ান দেশ বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিপক্ষে খেলতে নেমে ১-১ গোলে সমতা নিয়ে মাঠ ছাড়লো স্বাগতিক কানাডা। প্রথমার্ধে গোল করে এগিয়ে যায় বসনিয়া। আক্রমণের পর আক্রমণ তৈরি করছিল কানাডা। উল্টো কর্নার কিক থেকে ভেসে আসা বলে হেডে গোল করে এগিয়ে যায় বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা। গ্রুপ 'বি'-এর ম্যাচে ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে প্রধামার্ধ শেষ করে তারা। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শেষের দিকে এসে সমতায় ফেরে কানাডা। ৭৮তম মিনিটে সিলে লারিন দারুণ এক শটে বল জড়ান বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার জালে। এর মাত্র ২ মিনিট আগে বদলি হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন তিনি। স্বাগতিক হিসেবে কানাডা বেশ এগিয়েছিল। কিন্তু বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচটায় স্বপ্নের শুরু করতে পারেনি স্বাগতিক তারা। তবে হারও মানেনি জেসি মার্শের দল। পিছিয়ে পড়েও দারুণ লড়াই করে বসনিয়া-হার্জেগোভিনার বিপক্ষে ১-১ গোলের ড্র নিয়ে মাঠ ছেড়েছে। আক্রমণাত্মক ফুটবল খেললেও শেষ পর্যন্ত কানাডাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ৭৮ মিনিট পর্যন্ত, যখন বদলি হিসেবে নামা সিলে লারিন সমতাসূচক গোল করে গ্যালারিতে উল্লাসের বিস্ফোরণ ঘটান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ : ১৩.০৬.২০২৬ নারগীস)

আদ্-দ্বীন হাসপাতালের রোগীদের ৬ হাসপাতালে জরুরি চিকিৎসার নির্দেশ

রাজধানীর মগবাজারে অবস্থিত আদ্-দ্বীন উইমেনস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রেফার করা রোগীদের ঢাকার ৬ সরকারি হাসপাতালে তাৎক্ষণিক ও যথাযথ চিকিৎসা দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার (১২ জুন) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহের পরিচালক ডা. আবু হোসেন মো. মঈনুল আহসানের সই করা এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত ১১ জুনের স্মারক মোতাবেক আদ্-দ্বীন উইমেনস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। এ অবস্থায় ওই হাসপাতাল থেকে রেফার করা রোগীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বিবেচনা করে তাদের তাৎক্ষণিক ও যথাযথ চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালগুলোকে নির্দেশনা দেওয়া হলো। যেসব হাসপাতালে রেফারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেগুলো হলো-

১. ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

২. স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

৩. শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
৪. মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
৫. কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল এবং
৬. বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৬.২০২৬ রিহাব)

বাজেট 'ফাঁপা বুলি ও প্রতারণামূলক': এনসিপি

আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট 'ফাঁপা বুলি' ও 'প্রতারণামূলক' বাজেটে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। শুক্রবার (১২ জুন) বিকেলে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বাজেটপরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও ছায়া বাজেট কমিটির প্রধান ড. আতিক মুজাহিদ এ কথা বলেন। তিনি জানান, বিএনপি সরকারের প্রস্তাবিত ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটকে তারা বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ঘাটতি বাজেট বলে মনে করেন। তার ভাষায়, এটি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে এবং অনেকাংশে 'ফাঁপা বুলি' ও 'প্রতারণামূলক' বাজেটে পরিণত হয়েছে। যদিও শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে কিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে, তবুও সামগ্রিক বিশ্লেষণে বাজেটটি বাস্তবসম্মত নয়। আতিক মুজাহিদ বলেন, ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার এই বাজেট গত অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ১৮ শতাংশ বড়। কিন্তু বর্তমান ভঙ্গুর ও ঋণনির্ভর অর্থনীতির বাস্তবতায় এত বড় বাজেট 'কাল্পনিক' ও 'অতিরিক্ত উচ্চাভিলাষী'। বাজেটটি সংখ্যাভিত্তিক বাস্তব পরিকল্পনার চেয়ে ইশতেহারনির্ভর প্রতিশ্রুতির ওপর বেশি দাঁড়িয়ে আছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৬.২০২৬ রিহাব)

ক্ষোভে চাঁদা তুলে রাস্তা সংস্কার গ্রামবাসীর

জনপ্রতিনিধিদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও মেলেনি প্রতিকার। অবশেষে দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ থেকে বাঁচতে নিজেদের পকেটের টাকায় রাস্তা মেরামত শুরু করেছেন জয়পুরহাটের ক্ষেতলালের রসুলপুর পকপাড়া গ্রামের বাসিন্দারা। শুক্রবার (১২ জুন) সকালে উপজেলার মামুদপুর ইউনিয়নের রসুলপুর পকপাড়ায় গ্রামবাসীকে রাস্তা সংস্কারের কাজ করতে দেখা যায়। স্থানীয় সূত্র জানায়, জেলার মামুদপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের রসুলপুর পকপাড়া গ্রামে দুই শতাধিক পরিবারের বসবাস। গ্রামের একমাত্র ইট সলিং রাস্তাটি ৫-৬ বছর আগে নির্মাণ করা হয়েছে। এরপর আর কোনো সংস্কার না হওয়ায় প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ এই সড়কের ইট উঠে সৃষ্টি হয়েছে ছোট-বড় অসংখ্য খানাখন্দ। রাস্তাটি চলাচলের একেবারেই অনুপযোগী হয়ে পড়ায় স্কুল-কলেজগামী শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ এখন চরমে। গ্রামবাসীর অভিযোগ, রাস্তাটি মেরামতের জন্য তারা স্থানীয় ইউপি প্যানেল চেয়ারম্যান মিলন মন্ডল ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য রেজাউলের কাছে বারবার আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু জনপ্রতিনিধিরা কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেননি। স্থানীয়রা জানান, কৃষিপণ্য ভ্যানে করে বাজারে নেওয়াও কঠিন হয়ে পড়েছে। এ পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী নিজেরা বৈঠক করে বাড়ি বাড়ি থেকে চাঁদা তুলে ৫০ হাজার টাকার তহবিল গঠন করেন। সেই টাকা দিয়েই শুক্রবার সকাল থেকে শুরু হয় রাস্তা সংস্কারের কাজ। রসুলপুর পকপাড়া গ্রামের বাসিন্দা আজিজার, ইউসুফ ও জালাল বলেন, 'চেয়ারম্যান-মেম্বারদের কাছে গিয়ে শুধু আশ্বাসই পেয়েছি, কাজ হয়নি। বাধ্য হয়ে নিজেরাই টাকা তুলে রাস্তা মেরামত করছি। আমাদের দাবি, দ্রুত এই রাস্তাটি যেন কার্পেটিং (পাকা) করা হয়।' এ বিষয়ে জানতে চাইলে ইউপি সদস্য রেজাউল বলেন, 'গ্রামবাসী এসেছিল। বিষয়টি চেয়ারম্যানকে জানিয়েছি কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদে বরাদ্দ না থাকায় কাজটি করা সম্ভব হয়নি।' মামুদপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মিলন মন্ডল বলেন, 'এলাকাবাসী নিজস্ব অর্থায়নে রাস্তা মেরামত করছে। এটি অবশ্যই প্রশংসনীয় উদ্যোগ। সরকারি বরাদ্দ এলে রাস্তাটির স্থায়ী উন্নয়ন কাজ করা হবে।' উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সানজিদা চৌধুরী বলেন, 'গ্রামবাসীর নিজস্ব অর্থায়নে রাস্তা মেরামতের বিষয়টি জানা ছিল না। ইউপি চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলে আগামী বরাদ্দে এই রাস্তার কাজের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৬.২০২৬ রিহাব)

শাহ আমানতে ৬৪৭ কার্টন সিগারেট ও নিষিদ্ধ ক্রিম জব্দ

চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তিন যাত্রীর লাগেজ থেকে ৬৪৭ কার্টন সিগারেট ও ২৪০ পিস আমদানি-নিষিদ্ধ বিউটি ক্রিম জব্দ করা হয়েছে। শুক্রবার (১২ জুন) বিমানবন্দরের আন্তর্জাতিক আগমন (এরাইভাল) হলে যৌথ অভিযানে এসব পণ্য জব্দ করা হয়। অভিযানে বিমানবন্দর কাস্টমস, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই) এবং কাস্টমস ইন্টেলিজেন্স অংশ নেয়। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়, আবুধাবি থেকে আসা ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের বিএস-৩৫০ ফ্লাইটে আগত তিন যাত্রীর লাগেজ তল্লাশি করে এসব পণ্য উদ্ধার করা হয়। যাত্রীরা হলেন চট্টগ্রামের বোয়ালখালীর আবুল কালাম, বাঁশখালীর হাসান মিয়া এবং রাউজানের মোহাম্মদ হাসান। শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল বলেন, উদ্ধার হওয়া সিগারেটের বিপরীতে প্রায় ১২ লাখ ৯৪ হাজার টাকার রাজস্ব আদায়যোগ্য। জব্দ করা পণ্য বিভাগীয় স্মারক মূল্য (ডিএম ভ্যালু) অনুযায়ী চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউসের হেফাজতে রাখা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, প্রাথমিক প্রক্রিয়া শেষে সংশ্লিষ্ট তিন যাত্রীকে মৌখিকভাবে সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বিমানবন্দর সূত্র জানায়, আমদানি-নিষিদ্ধ পণ্যের অনুপ্রবেশ ও রাজস্ব ফাঁকি রোধে নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। গত মে মাসে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক

বিমানবন্দরে ৫ হাজার ৮৩৪ কার্টন সিগারেট এবং ২ হাজার ৭৫১ পিস আমদানি-নিষিদ্ধ বিউটি ক্রিম জব্দ করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৬.২০২৬ রিহাব)

নেপালের রাষ্ট্রপতি-স্পিকারসহ ৩৬০ বিশিষ্টজনকে বাংলাদেশের আম উপহার

নেপালের কাঠমান্ডুতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস নেপালের বিশিষ্টজনের মাঝে বাংলাদেশের উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু আম উপহার দিয়েছে। এ বছরের 'সিজনস বেস্ট কমপ্লিমেন্টস' উদ্যোগের আওতায় শুভেচ্ছা ও সৌহার্দ্যের কূটনৈতিক নিদর্শন হিসেবে এ উপহার দেওয়া হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. কামরুল ইসলাম ভূঁইয়া শুক্রবার (১২ জুন) রাতে এ তথ্য জানান। তিনি জানান, প্রায় ১হাজার ৭৫০ কেজিরও বেশি উন্নত মানের বাংলাদেশি আম কাঠমান্ডুতে অবস্থানরত নেপালের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তা, রাষ্ট্রদূত ও কূটনৈতিক কোরের সদস্যবৃন্দ, ব্যবসায়ী নেতা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ এবং বাংলাদেশ ও এর জনগণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে উপহার হিসেবে পাঠানো হয়। দূতাবাসের টিম নেপালের রাষ্ট্রপতি, স্পিকার ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরাসহ ৩৬০ জনেরও বেশি প্রাপকের কাছে আমের প্যাকেটসমূহ পৌঁছে দেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৬.২০২৬ রিহাব)

'রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র'র প্রতিবাদে চট্টগ্রামে বিএনপির সমাবেশ

পতিত ফ্যাসিবাদী অপশক্তির সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে চট্টগ্রামে সমাবেশ ও মিছিল করেছে বিএনপি। শুক্রবার (১২ জুন) বিকেলে নগরীর জামিয়াতুল ফালাহ মসজিদ প্রাঙ্গণে চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পরে একটি প্রতিবাদ মিছিল জামিয়াতুল ফালাহ মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে জিইসি মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক এরশাদ উল্লাহ এমপির সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব নাজিমুর রহমানের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তারা বলেন, দেশে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করতে একটি মহল নানা ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এসব অপচেষ্টা জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করবে। সভাপতির বক্তব্যে এরশাদ উল্লাহ এমপি বলেন, গত ১৭ বছর ধরে দেশে ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থা কায়েম করে জনগণের অধিকার হরণ করা হয়েছে। গুম, খুন, লুটপাট ও দমন-পীড়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করে ফেলা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৬.২০২৬ রিহাব)

মেধা বিকাশে বাজেটে শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়ানো রয়েছেঃ এরশাদ উল্লাহ

মেধা বিকাশে বাজেটে শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়ানো রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন চট্টগ্রাম-৮ আসনে সংসদ সদস্য (এমপি) এরশাদ উল্লাহ। শুক্রবার (১২ জুন) বেলা ১১টায় বোয়ালখালী উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত স্টার্টআপ, সায়েন্স প্রজেক্ট এবং উদ্ভাবনী ধারণা প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। এর আগে, উপজেলার ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দুটি কলেজের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন তিনি। এরশাদ উল্লাহ বলেন, শিক্ষার্থীদের মেধা ও সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করার জন্য সরকার নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা তৈরি করছে। এবারের ঘোষিত বাজেটে স্টার্টআপ বিজনেস, গ্রিন এনার্জি ও রেইন হারভেস্টিংয়ের জন্য বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৬.২০২৬ রিহাব)

সচিবালয় থেকে চুরি হওয়া তার কেনার অভিযোগে ভাঙারি ব্যবসায়ী কারাগারে

সচিবালয়ের ভেতর থেকে চুরি হওয়া বিটিসিএলের তামার তার কেনার অভিযোগে গ্রেফতার ভাঙারি ব্যবসায়ী মো. মাহাবুব হাসানকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। শুক্রবার (১২ জুন) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কামাল উদ্দীনের আদালত এ আদেশ দেন। এর আগে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ঢাকা মহানগর পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের উপপরিদর্শক (এসআই) ইনজামুল হোসেন আসামিকে আদালতে হাজির করে কারাগারে রাখার আবেদন জানান। মামলার তথ্য অনুযায়ী, গত ২২ মে থেকে ১ জুনের মধ্যে সচিবালয়ের পুরাতন ভবন-১, ২ ও ৩-এর ছাদ থেকে বিটিসিএলের প্রায় ১১০ মিটার কপার ক্যাবল চুরি হয়। চুরি হওয়া সরকারি সম্পদের আনুমানিক মূল্য প্রায় ১ লাখ ৫ হাজার টাকা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৬.২০২৬ রিহাব)

মাজারে দানের কোটি কোটি টাকা যায় কোথায়, হিসাব চায় প্রশাসন

হযরত শাহজালাল (রহ.) ও শাহপরাণের (রহ.) মাজারের কারণেই মূলত সিলেট দেশের 'আধ্যাত্মিক রাজধানী' হিসেবে পরিচিত। দেশ-বিদেশ থেকে যারাই পূণ্যভূমি সিলেট ভ্রমণে আসেন, তারাই অন্তত একবারের জন্য হলেও এই দুই ওলির মাজার জিয়ারত ও দর্শন করে যান। মাজারে আসা এসব ভক্ত-আশেকানরা মনোবাসনা পূরণের উদ্দেশ্যে টাকা, সোনা থেকে শুরু করে দান করেন গরু-ছাগল। বছরের পর বছর ধরে চলছে এমন রীতি। কিন্তু প্রতিদিনই শত শত দর্শনার্থীদের কাছ থেকে ওঠা লাখ লাখ টাকা ও দান খয়রাতের অন্যান্য জিনিসপত্র কোথায় যায়— এ নিয়ে সিলেটবাসীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ছিল নানা প্রশ্ন। দীর্ঘদিনের এই 'অস্বচ্ছতার প্রথায়' হস্তক্ষেপ করেছেন দেশজুড়ে আলোচিত সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলম। এবারই প্রথম প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুই মাজারের আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিতের উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। শুক্রবার (১২ জুন) সকালে শাহজালাল মাজার এলাকা পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসক। এসময় তিনি মাজারের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন। সম্প্রতি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের একটা প্রকল্প

চলাকালে মাজারের আয়-ব্যয়ের অস্বচ্ছতার বিষয়টি সামনে আসে। এ নিয়ে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে গত বুধবার এক সভায় মাজার কর্তৃপক্ষের কাছে হিসাব চাওয়া হলে কিছুই দেখাতে পারেনি দুই মাজার কর্তৃপক্ষ। মাজার কর্তৃপক্ষের দাবি, সভার আগে পর্যাপ্ত সময় না দেওয়ায় তারা প্রয়োজনীয় নথিপত্র প্রস্তুত করতে পারেননি। প্রশাসনের আচরণে তারা বিস্মিত হয়েছেন বলেও জানান। হযরত শাহজালালের (রহ.) মাজারে ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর মধ্যে ২৫ কোটি টাকা দেওয়া হয় সরকারের পক্ষ থেকে। বাকি পাঁচ কোটি টাকা মাজার কর্তৃপক্ষের দেওয়ার কথা থাকলেও তারা তা দিতে গড়িমসি করেন। এই পাঁচ কোটির মধ্যে সিলেট সিটি করপোরেশন তিন কোটি টাকা দিয়েছে। কিন্তু বাকি দুই কোটি টাকা নিয়ে তৈরি হয়েছে জটিলতা। এ কারণেই পরিকল্পনা কমিশন থেকে মাজারের আয়ের উৎস এবং অর্থ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে চেয়ে জেলা প্রশাসনকে পত্র দেওয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে বুধবার (১০ জুন) সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সভার আয়োজন করা হয়। সভায় শাহজালাল ও শাহপরাণ মাজার দুটির পরিচালনা কমিটি, সংশ্লিষ্ট মাদরাসা ও মসজিদ কর্তৃপক্ষ, মোতাওয়াল্লি, ওয়াকফ প্রশাসন, সিলেট সিটি করপোরেশন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। জেলা প্রশাসক সারওয়ার আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় দরগাহের আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নথিপত্র উপস্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে দীর্ঘদিনের আয়ের কোনো সুস্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য হিসাব দেখাতে পারেনি পরিচালনা কমিটি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৬.২০২৬ রিহাব)

বড় বাজেটের সঙ্গে বড় দুর্নীতির সুযোগও তৈরি হয়: নাহিদ ইসলাম

আসন্ন ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট উচ্চাভিলাষী ও বাস্তবতাবিবর্জিত বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, বাজেটে ব্যাংক খাতের সংকট, জ্বালানি খাতের অসম চুক্তি এবং তরুণদের কর্মসংস্থানের মতো মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধানে কার্যকর কোনো দিকনির্দেশনা নেই। বড় বাজেটের সঙ্গে বড় দুর্নীতির সুযোগও তৈরি হয়। শুক্রবার (১২ জুন) চট্টগ্রামে এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন। নাহিদ ইসলাম বলেন, সরকার প্রায় ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করেছে এবং রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে প্রায় ৬ লাখ ৯ হাজার কোটি টাকা। তার দাবি, বাংলাদেশের ইতিহাসে এত রাজস্ব আদায় কখনো হয়নি। বিদ্যমান কর কাঠামো ও প্রশাসনিক সক্ষমতায় এক বছরের মধ্যে রাজস্ব আদায় প্রায় দ্বিগুণ করা সম্ভব নয়। ফলে বাজেটকে তিনি 'উচ্চাভিলাষী' বলে উল্লেখ করেন। এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, রাজনৈতিক সংস্কারের পর অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রত্যাশা ছিল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং কিছু পণ্যে কর কমানোর উদ্যোগ ইতিবাচক হলেও সেগুলোর বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির বিষয়টিও তিনি উল্লেখ করেন। নাহিদ ইসলাম আরও বলেন, বড় বাজেটের সঙ্গে বড় দুর্নীতির সুযোগও তৈরি হয়। অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তব্যে ঋণখেলাপি, অর্থপাচারকারী ও বিগত সরকারের আমলে অভিযুক্ত লুটেরাদের বিরুদ্ধে অর্থ পুনরুদ্ধার ও বিচার নিশ্চিত করার বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা নেই।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৬.২০২৬ রিহাব)

পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে তারল্য সংকট: গভর্নর

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মো. মোস্তাকুর রহমান বলেছেন, পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে একটি টাস্কফোর্সের পাশাপাশি ১০টি আন্তর্জাতিক সংস্থা সমন্বিতভাবে কাজ করছে। তিনি বলেন, বিশ্বব্যাপী পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার প্রক্রিয়া দীর্ঘমেয়াদি হলেও পাচারকারীদের কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। এরই মধ্যে বিভিন্ন দেশে কিছু সম্পদ জব্দ করা হয়েছে এবং কিছু অর্থও উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। শুক্রবার (১২ জুন) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত বাজেটোত্তর সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি। গভর্নর মো. মোস্তাকুর রহমান বলেন, দেশের ব্যাংকিং খাতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অর্থ চুরি বা পাচার হয়ে গেছে। এ পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান অগ্রাধিকার হলো ব্যাংকিং খাতে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৬.২০২৬ রিহাব)

কেরানীগঞ্জে সাংবাদিকের বাড়িতে হামলা, থানায় লিখিত অভিযোগ

কেরানীগঞ্জে পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের জেরে শিপন উদ্দিন নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও মারধরের অভিযোগ পাওয়া গেছে। শিপন উদ্দিন পেশায় সাংবাদিক। শুক্রবার (১২ জুন) সকালে উপজেলার কলাতিয়া ইউনিয়নের তালেপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, হামলায় সাংবাদিক শিপন উদ্দিন, তার মা ও বোন আহত হন। পরে তারা চিকিৎসা নিয়ে কেরানীগঞ্জ মডেল থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দেন। অভিযোগে ফিরোজ উদ্দিন দিপু (৪৮), ফরিদ উদ্দিন (৩৯) ও আবু বক্কর সিদ্দিক বাবু (৬০)-সহ কয়েকজনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। লিখিত অভিযোগ অনুযায়ী, সকালে একদল লোক বাড়িতে প্রবেশ করে ভাঙচুর চালান এবং পরিবারের সদস্যদের ভয়ভীতি দেখান। এ সময় বাধা দিতে গেলে শিপন উদ্দিনকে মারধর করা হয়। এক পর্যায়ে তার মা ও বোনও হামলার শিকার হন। শিপন উদ্দিন জানান, পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে তার সৎ ভাইদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল এবং বিষয়টি আদালতেও বিচারাধীন ছিল। সম্প্রতি মামলার রায় তার অনুকূলে যাওয়ার পর প্রতিপক্ষ ক্ষুব্ধ হয়ে এ হামলা চালিয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি আরও বলেন, এর আগে বিভিন্ন সময়ে তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। ঘটনার

বিষয়ে কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রুহুল কুদ্দুস বলেন, অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৬.২০২৬ রিহাব)

সিনেমা-গান-থিয়েটারের মাধ্যমে সফট পাওয়ার গড়ে তুলতে চাই: অর্থমন্ত্রী

দেশের অর্থনীতিতে নতুন প্রবৃদ্ধির উৎস তৈরি করতে পর্যটনের সঙ্গে থিয়েটার, সংগীত, চলচ্চিত্র ও শিল্পকলাকে যুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সংস্কৃতিকে অর্থনৈতিক সম্পদে রূপ দিতে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার 'ক্রিয়েটিভ ইকোনমি' প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, অভ্যন্তরীণ পর্যটন সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও বিনোদন খাতের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। একই সঙ্গে সিনেমা, গান ও থিয়েটারের মাধ্যমে বাংলাদেশের সফট পাওয়ার গড়ে তোলার ওপরও গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। শুক্রবার (১২ জুন) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অর্থ মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাজেটোত্তর সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। অর্থমন্ত্রী বলেন, শুধু বিদেশি পর্যটকদের ওপর নির্ভর না করে দেশের অভ্যন্তরীণ পর্যটকদের জন্য বিনোদনের সুযোগ বাড়াতে পারলে তা অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। বর্তমানে দেশে বিনোদনের সুযোগ সীমিত উল্লেখ করে তিনি বলেন, থিয়েটার, ডিজাইন, আর্ট ও মিউজিকের মতো সৃজনশীল খাতগুলোকে পর্যটনের সঙ্গে সংযুক্ত করে ক্রিয়েটিভ ইকোনমির আওতায় আনা হচ্ছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৬.২০২৬ রিহাব)

বাংলাদেশকে ফের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে যাবে বিএনপি: মঈন খান

বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার দেশকে আবারও বিশ্ব দরবারে একটি মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক অবস্থানে নিয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান। তিনি বলেন, শহীদ জিয়ার আদর্শ ধারণ করে এবং তারেক রহমানের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে বাংলাদেশকে আবারও সম্মানজনক অবস্থানে ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব। শুক্রবার (১২ জুন) জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদাত-বার্ষিকী উপলক্ষে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আব্দুল মঈন খান বলেন, স্বাধীনতা-পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত ও ভঙ্গুর রাষ্ট্রকে মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে এক অনন্য অবস্থানে নিয়ে গিয়েছিলেন জিয়াউর রহমান। তার নেতৃত্বে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় এবং খাল খনন কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষি খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। এ উদ্যোগ দেশের অর্থনীতিকে স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। তিনি বলেন, জিয়াউর রহমানকে শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে স্মরণ নয়, বরং তার উন্নয়ন ও উৎপাদনমুখী রাজনৈতিক দর্শন বাস্তব জীবনে ধারণ করাই প্রকৃত শ্রদ্ধা। বিএনপির এ জেষ্ঠ্য নেতা আরও বলেন, জিয়াউর রহমানের সময়ের বাজেট প্রণয়ন ছিল সাধারণ মানুষের কল্যাণকেন্দ্রিক। বিশেষ করে প্রান্তিক ও শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যেই তা পরিচালিত হয়েছে। আলোচনা সভায় মৎস্যজীবী দলের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৬.২০২৬ রিহাব)

আগামী এক বছরে সরকারের সাফল্য আরও দৃশ্যমান হবে: দুদু

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বর্তমান সরকার মাত্র চার মাস দায়িত্ব পালন করছে। আগামী এক বছরের মধ্যে এ সরকারের সাফল্য আরও দৃশ্যমান হবে। দেশ সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠবে এবং তারেক রহমান বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য সরকারের নেতা হিসেবে পরিচিতি পাবেন। তিনি বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, বেগম খালেদা জিয়া তা অনুসরণ করেছেন এবং বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সেই আদর্শ অনুসরণ করেই রাজনীতি করছেন। শুক্রবার (১২ জুন) জাতীয় প্রেসক্লাবের আব্দুস সালাম হলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী নাগরিক সমাজের উদ্যোগে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। শামসুজ্জামান দুদু বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে যারা অনুসরণ করবে, তাদের সহযোগিতা করা উচিত। শহীদ জিয়া দুর্নীতিমুক্ত সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকার গঠন করেছিলেন এবং সেই আদর্শ অনুসরণ করছেন তারেক রহমান ও বেগম খালেদা জিয়া। সেই আদর্শ অনুসরণ করে বেগম খালেদা জিয়া মানুষের মনে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৬.২০২৬ রিহাব)

যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগকারীদের জন্য বাংলাদেশ এখন সবচেয়ে আকর্ষণীয়

যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগকারীদের জন্য বাংলাদেশ এখন অত্যন্ত কার্যকর ও উপযোগী দেশ এমন মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের অর্থনীতি ও পরিকল্পনাবিষয়ক উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। তিনি বলেন, বাংলাদেশ পরিচালনায় এখন জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে একটি গণতান্ত্রিক সরকার। বাংলাদেশের জনগণ বিএনপির প্রতি আস্থা রেখেছেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সদ্য প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়ার ধারাবাহিকতায়। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জনআস্থা পূরণে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করছেন। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগকারীদের জন্য বাংলাদেশ এখন অত্যন্ত কার্যকর ও উপযোগী দেশ। বৃহস্পতিবার (১১ জুন)

ওয়াশিংটন ডিসির ঐতিহাসিক উইলার্ড ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের 'দ্য নেস্ট রুমে' আয়োজিত এক উচ্চপর্যায়ের গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসবকথা বলেন। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ব্যবসায়িক সংগঠন বিজনেস কাউন্সিল ফর ইন্টারন্যাশনাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং (বিসিআইইউ) এবং আন্তর্জাতিক সাইবার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান রিসিকিউরিটির যৌথ উদ্যোগে এ বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস উইং জানায়, বৈঠকে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা, বাণিজ্য, কৌশলগত ও বিনিয়োগ খাতের শীর্ষ প্রতিনিধিরা এতে অংশ নেন। বৈঠকে জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশে বিপুলসংখ্যক কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী আছে। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলপিজি কেনার উদ্যোগ চলমান। বিনিয়োগকারীদের জন্য জ্বালানি নিরাপত্তা সম্পূর্ণ নিশ্চিত।' (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১২.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

কুমিল্লা ও রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে নতুন চেয়ারম্যান

কুমিল্লা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কুউক) এবং রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (আরডিএ) নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ দিয়েছে সরকার। এ সংক্রান্ত আলাদা প্রজ্ঞাপন বৃহস্পতিবার (১১ জুন) জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, উদবাতুল বারী আবুকে কুমিল্লা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান (গ্রেড-২) পদে যোগদানের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। 'কুমিল্লা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৬' এর ধারা ৮(১) অনুযায়ী এ নিয়োগ দেওয়া হয়। অন্যদিকে মো. আবুল কালাম আজাদকে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান (গ্রেড-২) পদে যোগদানের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। 'রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮' এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী তাকে এ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। এর আগে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন যুগ্ম সচিব এস এম তুহিনুর আলম। অন্য আদেশে তাকে পরবর্তী পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। তার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন মো. আবুল কালাম আজাদ।প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, নবনিযুক্ত দুই চেয়ারম্যানকে অন্য যেকোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নিয়োগের অন্যান্য শর্ত সংশ্লিষ্ট চুক্তিপত্রের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১২.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

নিষেধাজ্ঞা নাকি নিয়ন্ত্রণ: ব্যাটারিচালিত রিকশার গন্তব্য কোন পথে?

রাজধানীর ঢাকার রাস্তায় কাকডাকা ভোর থেকেই সড়কে নামে লাখ লাখ ব্যাটারিচালিত রিকশা। মাত্র বছর পাঁচেক আগেও চিত্র ছিল অন্য রকম। ক্যানসারের মতো যেন দ্রুত গ্রাস করছে ঢাকার শরীর। সুবিধা-প্রয়োজনীয়তা যে নেই তাও ঠিক নয়, তবে অনিয়ন্ত্রিত চলাচলই ডেকে আনছে বিপদ। এখন প্রশ্ন একটাই- এসব সংকটের সমাধান কোন পথে? গত পাঁচ পর্বে আমরা ব্যাটারিচালিত রিকশার নানাবিধ সংকট-সমস্যা তুলে ধরেছি। ঢাকা শহরে এই ত্রিচক্রযান কীভাবে জেঁকে বসছে, এর সুবিধাভোগী কারা, কীভাবে সংকট তৈরি করছে, কীভাবে ধূলিসাৎ হচ্ছে চালকদের সমস্যার, মালিকরা কীভাবে শোষণ করছেন, সরকার কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, কীভাবে বিস্তার লাভ করছে অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি প্রভৃতি। এসবের বাইরে এ যানটির রয়েছে আরও বেশকিছু ক্ষতিকর দিক। পাশাপাশি প্রয়োজনীয়তা কম এ কথা বলারও সুযোগ নেই। সেই প্রয়োজনীয়তা-ক্ষতিকর দিকগুলো আলোচনার দাবি রাখে। ক্ষতি-প্রয়োজনীয়তার দিকটি আরেকবার উঁকি মেরে আসা যাক।

৯০ শতাংশ মানুষের কাছে '৫-জি'পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

আগামী দিনে বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি আইসিটি এবং টেলিকম। এই খাতকে এগিয়ে নিতে মোবাইল অপারেটর এবং ফিক্সড ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রোভাইডারসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে ৯০ শতাংশ মানুষের কাছে ৫-জি পৌঁছে দেওয়া এবং ১০০ এমবিপিএস ব্রডব্যান্ড গতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ জুন) জাতীয় সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপনের সময় এ সংক্রান্ত ঘোষণা দেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। গণতান্ত্রিক, মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতির অভিযাত্রায় আগামী অর্থবছরের জন্য ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। বাজেট উপস্থাপনায় বলা হয়, বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আইসিটি এবং টেলিকম একটি বিপুল সম্ভাবনাময় সেক্টর। এ সেক্টর হতে পারে আগামী দিনে বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি। অথচ বর্তমানে দেশের জিডিপিতে এ খাতের অবদান মাত্র ১-২ শতাংশ। যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী পাঁচ বছরে তা ১০ শতাংশে উন্নীত করা সম্ভব। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, ওয়ারলেস ও ওয়ারলাইন কানেক্টিভিটি সম্প্রসারণ, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, ওয়ান সিটিজেন-ওয়ান আইডি-ওয়ান ডিজিটাল ওয়ালেট ব্যবস্থা চালুকরণ, বিনিয়োগ বান্ধব নীতি প্রণয়ন এবং ডিজিটাল অর্থনীতির বিকাশে প্রয়োজনীয় সব সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এ সেক্টরকে সরকার থ্রাস্ট (অগ্রাধিকার) সেক্টর হিসেবে গড়ে তুলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আইসিটি খাতের উন্নয়নের জন্য সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেটের কোনো বিকল্প নেই। থ্রাস্ট সেক্টর হিসেবে গড়ে তুলতে পর্যাপ্ত স্পেকট্রাম এবং ফাইবার বেইজড কানেক্টিভিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইন্টারনেট সেবার মান উন্নয়ন ও বৈশ্বিক মানদন্ডে পৌঁছানোর লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়নসহ ব্যাপক টেলিকম সংস্কার পরিকল্পনা

গ্রহণ করেছে। এই লক্ষ্যে বিশেষ করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সাধারণ মানুষের কাছে সুলভ মূল্যে দ্রুতগতির ইন্টারনেট পৌঁছে দিতে সরকার ন্যাশনাল ফাইবার ব্যাংক স্থাপনসহ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরইমধ্যে ট্রেন ও বিমানবন্দরগুলোতে উচ্চ গতির ফ্রি ইন্টারনেট সুবিধা চালু করা হয়েছে, যার সুফল জনগণ ভোগ করছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১২.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

২০৩৪ সালের মধ্যে আঞ্চলিক এভিয়েশন হাব হবে বাংলাদেশ

বাংলাদেশকে আঞ্চলিক এভিয়েশন হাবে রূপান্তর এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান চলাচল খাতে সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। বৃহস্পতিবার (১১ জুন) জাতীয় সংসদে প্রস্তাবিত বাজেট বক্তৃতায় এ কথা জানান তিনি। অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, বেসামরিক বিমান চলাচল খাতে সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম প্রধান এভিয়েশন হাবে উন্নীত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় এয়ার কানেকটিভিটি গ্রিড গড়ে তোলা; ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে পূর্ণাঙ্গ লজিস্টিকস ও যাত্রী হাবে উন্নীতকরণ; কক্সবাজার, যশোর, রাজশাহী ও সৈয়দপুরকে আন্তর্জাতিক গেটওয়ে হিসেবে গড়ে তোলা; বোয়িংয়ের সঙ্গে ১৪টি আধুনিক উড়োজাহাজ ক্রয়ের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর; হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল শিগগির চালুর প্রস্তুতি; জিডিপিতে পর্যটন খাতের অবদান ৬-৭ শতাংশে উন্নীত করা হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১২.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

ডিজিটাল প্রজন্মকে সাইবার ক্রাইম সম্পর্কে সচেতন হওয়ার আহ্বান সিআইডির

সকাল শুরু হয় একটি নোটিফিকেশন দিয়ে, ক্লাসের ফাঁকে চলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চোখ বুলানো, অবসরে অনলাইন গেমিং আর সন্ধ্যায় ডিজিটাল লেনদেন। আজকের শিক্ষার্থীদের জীবনের বড় একটি অংশই আবর্তিত হচ্ছে পর্দার ভেতরের পৃথিবীকে ঘিরে। কিন্তু এই সুবিধার জগতের পাশাপাশি নীরবে বিস্তার লাভ করছে সাইবার প্রতারণা, পরিচয় চুরি, অনলাইন হয়রানি ও তথ্য ফাঁসের মতো ঝুঁকি। ফলে ডিজিটাল প্রজন্মকে সাইবার ক্রাইম সম্পর্কে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। বৃহস্পতিবার (১১ জুন) ঢাকার ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে 'সাইবার সচেতনতা উন্নয়ন কর্মসূচি' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান সাইবার পুলিশ সেন্টার (সিপিসি), সিআইডির ডিআইজি সানা শামিনুর রহমান। এতে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শ্রেণির ৬০০ শিক্ষার্থী অংশ নেয়। ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাজেদা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সাইবার পুলিশ সেন্টারের বিশেষ পুলিশ সুপার মীর আবু তৌহিদ, বিকাশের ইভিপি ও হেড অব এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স এ কে এম মনিরুল করিম প্রমুখ। সানা শামিনুর রহমান বলেন, বর্তমান প্রজন্ম একই সঙ্গে বাস্তব ও ডিজিটাল; এই দুই জগতেই বসবাস করছে। প্রযুক্তির বিস্তার যেমন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে, তেমনই সৃষ্টি করেছে নতুন ধরনের ঝুঁকি ও অপরাধের ক্ষেত্র। তাই প্রযুক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি এর নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কেও সমানভাবে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার, ওটিপি ও পিন নম্বর গোপন রাখা, অপরিচিত লিংকে ক্লিক না করা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন তিনি। শামিনুর বলেন, সাইবার অপরাধীরা মানুষের অসতর্কতাকেই সবচেয়ে বড় সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে। সচেতনতাই এ ধরনের অপরাধ প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায়। তিনি বলেন, বর্তমানে অপতথ্য ও গুজব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। কোনো তথ্য যাচাই না করে শেয়ার করা যেমন ব্যক্তিগত ক্ষতির কারণ হতে পারে, তেমনই সমাজেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই প্রতিটি ডিজিটাল নাগরিকের দায়িত্ব তথ্যের সত্যতা যাচাই করে দায়িত্বশীল আচরণ করা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১২.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

আবাসন পরিদপ্তরে নতুন পরিচালক, জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তরে ডিজি নিয়োগ

সরকারি আবাসন পরিদপ্তর, জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তর, রাজশাহী ওয়াসার শীর্ষ পদে পরিবর্তন এনেছে সরকার। এই রদবদল এনে বৃহস্পতিবার (১১ জুন) রাতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে আলাদা আলাদা প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সালাউদ্দীনের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিল করা হয়েছে। তার চুক্তি বাতিল করে বৃহস্পতিবার (১১ জুন) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। তিনি গত বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি দুই বছরের জন্য এ পদে চুক্তিতে নিয়োগ পেয়েছিলেন। অন্যদিকে অবসরে যাওয়ার সুবিধার্থে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অতিরিক্ত সচিব ফারুক আহম্মেদকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে। ঢাকা ওয়াসার অপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মিজানুল হককে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে বদলি করা হয়েছে। ঢাকা ওয়াসার নতুন উপ-ব্যস্থাপনা পরিচালক হয়েছেন বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের পরিচালক (যুগ্ম সচিব) এরশাদ হোসেন খান। এজন্য তার চাকরি স্থানীয় সরকার বিভাগের ন্যস্ত করা হয়েছে।

সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের পরিচালক নিয়োগ পেয়েছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব মো. জহিরুল ইসলাম খান। এ নিয়োগ দিয়ে তার চাকরি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে। এছাড়া জুলাই গণঅভ্যুত্থান

অধিদপ্তরের নতুন মহাপরিচালক (ডিজি) হয়েছেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের যুগ্ম-সচিব ডি এম আতিকুর রহমান। এজন্য তার চাকরি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে। আতিকুর রহমানকে নিয়োগের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ১৭ জুনের মধ্যে তিনি নতুন কর্মস্থলে যোগদান করবেন। অন্যথায় তিনি ওইদিন তাৎক্ষণিক অবমুক্ত (স্ট্যান্ড রিলিজ) বলে গণ্য হবেন। রাজশাহী ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) নিয়োগ পেয়েছেন রাজশাহী কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উপপরিচালক শাহানা আখতার জাহান। এজন্য তার চাকরি স্থানীয় সরকার বিভাগে ন্যস্ত করা হয়েছে। তিনিও ১৭ জুনের মধ্যে তিনি নতুন কর্মস্থলে যোগদান করবেন। অন্যথায় তিনি ওইদিন তাৎক্ষণিক অবমুক্ত (স্ট্যান্ড রিলিজ) বলে গণ্য হবেন। রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান (যুগ্ম-সচিব) এস এম তুহিনুর আলমকে পরবর্তী পদানোর জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ন্যস্ত করা হয়েছে। ১৬ জুনের মধ্যে তিনি নতুন কর্মস্থলে যোগদান করবেন। অন্যথায় তিনি ওইদিন তাৎক্ষণিক অবমুক্ত (স্ট্যান্ড রিলিজ) বলে গণ্য হবেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১২.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

ধাওয়া করতে গিয়ে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে দুই পুলিশ সদস্য আহত

রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে দুই পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। আহতরা হলেন- এসআই (নিরস্ত্র) সামসুজ্জোহা (৩৪) ও মোহাম্মদ হৃদয় হোসেন (২০) ।বৃহস্পতিবার (১১ জুন) রাত ১টার দিকে জিয়া উদ্যানের গ্লাস ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় জড়িত ছিনতাইকারীদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ জানায়, ছিনতাই করে অটোরিকশাযোগে পালিয়ে যাওয়ার সময় সন্দেহভাজন ছিনতাইকারীকে ধাওয়া করে পুলিশের টহল টিম। এসময় মোটরসাইকেলে থাকা দুই পুলিশ সদস্যের ওপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায় ছিনতাইকারীরা। আহত দুই পুলিশ সদস্যের বাম কাঁধে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। পরে আহত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে রাত আড়াইটার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। শেরে বাংলা নগর থানার সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) মোমিন জানান, তাদের উদ্ধার করে প্রথমে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, আহত দুই পুলিশ সদস্য জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন আছেন। দুজনেরই বাম কাঁধের উপরে ছুরিকাঘাত রয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১২.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

মধ্যরাতে অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে চুরি

সুপ্রিম কোর্টস্থ অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে মধ্যরাতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনাকে পরিকল্পিত নাশকতা বলে মন্তব্য করেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল। শুক্রবার (১২ জুন) সকালে অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. নাসির উদ্দিনের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা গেছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সোয়া ১টার দিকে কিছু দুষ্কৃতিকারী অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস ভবনের নিচ তলা এবং দোতালার লিফটের সম্মুখে জানালার থাই গ্লাসের দুটা পার্ট খুলে ফেলে। ভবনের পেছন দিয়ে একটি পার্ট নিয়ে যেতে পারলেও আরেকটি নিতে পারেনি। এ সময় শব্দ শুনে অফিসের দারোয়ান ফজলুল হক ও মিঠুন বাড়ৈ এবং কর্তব্যরত পুলিশ তাদের ধাওয়া করে। কিন্তু তারা পালিয়ে যায়। চুরির ঘটনাটি সকালে অ্যাটর্নি জেনারেলকে জানালে তিনি বলেন, 'এটি নাশকতা হতে পারে। বিগত কয়েকদিন ধরে অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসকে ঘিরে এই অফিস থেকে চাকরিচ্যুত কতিপয় দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি অনলাইনে যে মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছে, এতে তাদেরও ইন্ধন থাকতে পারে।' অ্যাটর্নি জেনারেল তাৎক্ষণিক থানায় অভিযোগ করতে প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন এবং জড়িত ও ইন্ধনদাতাদের বিরুদ্ধে সুষ্ঠু তদন্ত সুনিশ্চিত করতে পুলিশকে জানান। রমনার ডিসি শেখ জাহিদুল ইসলাম বলেন, শুনেছি অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে মধ্যরাতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। শুনেছি, জানালা খুলে নিয়ে গেছে। বিস্তারিত এখনও কিছু জানি না। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১২.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

পটিয়ায় সাংবাদিককে মারধর: যুবদল নেতাসহ ৩৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা

চট্টগ্রামের পটিয়ায় এক সাংবাদিককে মারধরের ঘটনায় যুবদল নেতাসহ ৩৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ জুন) রাতে হামলার শিকার সাংবাদিক আবেদুজ্জামান আমিরী বাদী হয়ে পটিয়া থানায় মামলাটি করেন। মামলায় পটিয়া পৌরসভা যুবদলের নেতা এস এম রেজা রিপনকে প্রধান আসামি করা হয়েছে। এজাহারে সাতজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া অজ্ঞাতপরিচয় আরও ২০ থেকে ৩০ জনকে আসামি করা হয়েছে। মামলার এজাহার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ৯ জুন দুপুরে পটিয়া প্রেস ক্লাবে অন্য সাংবাদিকদের সঙ্গে সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন দৈনিক যুগান্তরের পটিয়া প্রতিনিধি আবেদুজ্জামান আমিরী। এ সময় এস এম রেজা রিপনের নেতৃত্বে একদল লোক প্রেস ক্লাবে প্রবেশ করে তাকে টেনে-হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যায়। পরে তাকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে। আবেদুজ্জামান আমিরী বলেন, ২০২৫ সালের ৫ নভেম্বর দৈনিক যুগান্তরে 'পটিয়ায় শ্রীমাই খালে দুই যুবদল নেতার ধ্বংসযজ্ঞ' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। ওই প্রতিবেদনের জেরে রিপন ও তার সহযোগীরা ক্ষুব্ধ ছিলেন। এর ধারাবাহিকতায় পরিকল্পিতভাবে আমার ওপর হামলা চালানো হয়েছে।

পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউল হক বলেন, অভিযোগ তদন্ত করে ঘটনার প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় মামলাটি রেকর্ড করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১২.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

কম্বোডিয়ার সাইবার স্কাম থেকে উদ্ধার ৩৭ বাংলাদেশি দেশে ফিরেছেন

কম্বোডিয়ার বিভিন্ন সাইবার স্ক্যাম কম্পাউন্ড থেকে উদ্ধার ৩৭ জন বাংলাদেশি দেশে ফিরেছেন। শুক্রবার (১১ জুন) দিনগত রাত ১টা ২৫ মিনিটে থাই এয়ারওয়েজের এক ফ্লাইটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তারা। বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম জানিয়েছে, ফেরত আসা সবাইকে বিমানবন্দরে জরুরি সহায়তা ও বাড়ি পৌঁছানোর জন্য অর্থ সহায়তা করা হয়। ফেরত আসাদের একজন ঢাকার শাহিনুর রহমান (ছদ্মনাম) জানান, বিদেশে ভালো চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে বৈধ প্রক্রিয়ায় তাদের কম্বোডিয়ায় পাঠানো হয়। তবে সেখানে পৌঁছানোর পর বাংলাদেশি দালাল চক্রের মাধ্যমে তাদেরকে অর্থের বিনিময়ে চীনাদের নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন সাইবার স্কাম কম্পাউন্ডে হস্তান্তর করা হয়। ফেরত আসা ভুক্তভোগীরা জানান, এসব কম্পাউন্ডে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক অনলাইন প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে বাধ্য করা হতো। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন উন্নত দেশের নাগরিকদের লক্ষ্য করে পরিচালিত সাইবার স্কাম কার্যক্রমে অংশ নিতে তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হতো। নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হলে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হতো। বর্‌্যাক জানিয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে কম্বোডিয়ার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানের ফলে কয়েকটি স্কাম কম্পাউন্ড থেকে এসব বাংলাদেশিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

এর আগে একইভাবে এ বছরের ২২ জানুয়ারি মিয়ানমারের একটি সাইবার স্ক্যাম সেন্টার থেকে আটজন এবং ২০২৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮ জন বাংলাদেশি নাগরিক দেশে ফেরেন। তাদেরও ভালো কাজের প্রলোভন দেখিয়ে থাইল্যান্ডের সীমান্ত এলাকা মায়েসট হয়ে জোরপূর্বক মিয়ানমারে প্রবেশ করানো হয়। সেখানে পৌঁছানোর পরই তাদের পাসপোর্ট ও মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে বিদেশের মাটিতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। ভয়াবহ নির্যাতন করে নানান ধরনের সাইবার জালিয়াতির কাজ করানো হতো। ব্র্যাকের মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম ও ইয়ুথ প্ল্যাটফর্মের সহযোগী পরিচালক শরিফুল হাসান জানান, সাইবার স্ক্যাম মানবপাচারের ভয়াবহ একটা ধরন। কম্পিউটার অপারেটর, টাইপিস্ট, কলসেন্টার অপারেটরসহ বিভিন্ন পদে আকর্ষণীয় বেতনের প্রলোভন দিয়ে নিয়োগের লক্ষ্যে বিভিন্ন অনলাইন মাধ্যমে (ভুয়া ওয়েবসাইট, ইমেইল, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম ইত্যাদি) প্রচার চলে। এরপর তাদের সুকৌশলে স্ক্যাম সেন্টারের ভেতরে নিয়ে গিয়ে অস্ত্রের মুখে জোরপূর্বক জিম্মি করে স্ক্যামের কাজে নিয়োজিত করা হয়। এ কারণেই সরকার এবং ব্র্যাকের পক্ষ থেকে একাধিকবার থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, লাওস, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ায় যাওয়ার বিষয়ে সচেতন হতে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আমরা সবাইকে ফের সতর্ক করছি। এসব বিষয়ে বিদেশগামীসহ সবার সচেতনতা প্রয়োজন। সরকারেরও এসব দেশে কর্মী পাঠানোর অনুমোদন দেওয়ার আগে আরও ভালো করে যাচাই বাছাই করা উচিত। বিশেষ করে বিদেশগামী কর্মীদের চাকরি যাচাই, নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণ এবং সাইবার স্ক্যাম বন্ধে আন্তর্জাতিকভাবে কাজ করতে হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১২.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

জাপানে বাংলাদেশি তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে ব্র্যাকের উদ্যোগ

ব্র্যাক সড়ক নিরাপত্তা কর্মসূচি এবং জাপানের জেনারেল ইনকরপোরেটেড অ্যাসোসিয়েশন কোদোমো মিউজিয়াম প্রজেক্ট -এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়েছে। বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে মানবসম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এ সমঝোতা স্মারকটি সই হয় বলে জানা গেছে। বৃহস্পতিবার (১১ জুন) ঢাকায় ব্র্যাকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ব্র্যাক সড়ক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিচালক আহমেদ নাজমুল হুসেইন এবং জেনারেল ইনকরপোরেটেড অ্যাসোসিয়েশন কোদোমো মিউজিয়াম প্রজেক্টের পরিচালক গতো মাসায়ো সমঝোতা স্মারকে সই করেন। এ অংশীদারত্বের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন, জাপানি ভাষা শিক্ষা, ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ, জাপানে চালক নিয়োগ এবং তরুণদের জন্য সাংস্কৃতিক বিনিময়মূলক উদ্যোগ বাস্তবায়নে উভয় প্রতিষ্ঠান একযোগে কাজ করবে। এর ফলে, বাংলাদেশ ও জাপানের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া, পেশাগত উন্নয়ন এবং দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতার নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে। বর্তমানে জাপানে দক্ষ ও অর্ধদক্ষ কর্মীর চাহিদা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে যা আন্তর্জাতিক কর্মশক্তি নিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করেছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১২.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাঁথা ‘স্মৃতি অম্লান’ পরিদর্শনে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা

প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ কে এম শামছুল ইসলাম চট্টগ্রাম সেনানিবাসে অবস্থিত ‘স্মৃতি অম্লান’ জাদুঘর পরিদর্শন করেছেন। বুধবার (১০ জুন) বিকেলে তিনি জাদুঘর পরিদর্শন করেন বলে জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)। আইএসপিআর জানায়, পরিদর্শনকালে তিনি সেখানে সংরক্ষিত মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার এবং শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বহস্তে লিখিত জেড ফোর্সের অপারেশনাল অর্ডার এবং ১৯৭১ সালের ২৩ ও ২৪ মার্চ ব্যবহৃত ঐতিহাসিক ১৯৬৭ মডেলের

টয়োটা ক্রাউন গাড়িটি গভীর আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পরিদর্শন করেন। তিনি স্বাধীনতার জন্য পরিচালিত সশস্ত্র সংগ্রামের দুর্বার সাহস, অদম্য দেশপ্রেম এবং আত্মোৎসর্গের এক অনন্য সাক্ষ্য বহনকারী এই নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে গভীর অনুভূতি প্রকাশ করেন। এছাড়া, প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা জাদুঘরে রক্ষিত চট্টগ্রাম অঞ্চলে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিল ও নিদর্শন, পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অভিযানিক কার্যক্রম এবং ২৪ পদাতিক ডিভিশনের ইতিহাস ও সাফল্য ঘুরে দেখেন।

এসময় তিনি বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির স্বাধীন সত্তা, আত্মমর্যাদা ও অদম্য মনোবলের এক অবিনাশী মহাকাব্য। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অতুলনীয় আত্মত্যাগ, বীরত্ব, দেশপ্রেম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা চট্টগ্রাম এরিয়ায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবদান ও সাফল্যের নিদর্শন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে যথাযথভাবে তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন। স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান সম্পর্কেও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সম্যকভাবে অবহিত করতে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবান নিদর্শন যথাযথ সংরক্ষণ ও গবেষণার ওপর গুরুত্বারোপ করে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন। এসময় ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। 'স্মৃতি অম্লান' মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ ও চট্টগ্রাম সেনানিবাসের গৌরবদীপ্ত ইতিহাসের স্মৃতিবিজড়িত একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান। জাদুঘর কমপ্লেক্সটি ১৯৯৬ সালে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে স্থাপিত হয়, যা সম্প্রতি সংস্কার ও পরিমার্জন করে চলতি বছরের ১ ফেব্রুয়ারি নতুন ভবনে পুনঃস্থাপন করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১২.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

এই বাজেট গণতান্ত্রিক, মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতির অভিযাত্রা

২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট গণতান্ত্রিক, মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতির অভিযাত্রা বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন। বিএনপির নির্বাচনি ইশতেহারের ভিত্তিতে জনবান্ধব ও ভিশনারি বাজেটের জন্য প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ধন্যবাদ জানিয়ে মাহদী আমিন বলেন, এই বাজেটে দেশের প্রায় সব শ্রেণি-পেশার মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে; এটাই আমাদের বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার বিকেলে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে এক প্রতিক্রিয়ায় নিজের ফেসবুকে এক স্ট্যাটাসে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এই মুখপাত্র এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা মাহদী আমিন বলেন, বাজেটে অর্থনীতির গণতন্ত্রায়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ক্রিয়েটিভ ইকোনমি, বিনিয়ন্ত্রণকরণ, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা, নারী ও শিশু কল্যাণ, যোগাযোগ অবকাঠামো, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি এবং পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন -এই ১২টি গুরুত্বপূর্ণ খাতে সরকার

মাহদী আমিন বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নির্দেশনায় বাজেটে চাল, ডাল, মাছ, মাংস, চিনি, লবণ, তেল, মসলাসহ প্রায় প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের ওপর কর কমানো হয়েছে, যার মূল লক্ষ্য দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রেখে সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘব করা। অতীতে বাজেট ঘোষণার সঙ্গে-সঙ্গে অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেত। এবারের জনবান্ধব বাজেটে সেই সমস্যা সমাধান হবে বলে সরকার আশাবাদী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্পের আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার প্রতিটি স্তরে আরও সমতাভিত্তিক ও সার্বজনীন করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবাকে পৌঁছে দিতে হার্ট, কিডনি, চোখসহ গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসাসেবাকে যতটা সম্ভব সুলভ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কৃষকদের জন্য সার, বীজ, সেচ, কীটনাশক ও বীমা সহজলভ্য করা হয়েছে। পাশাপাশি, টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থার বিকাশে সৌর ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিশেষ সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১২.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

বাজেটে করমুক্ত আয়সীমা আরও বাড়ানোর প্রয়োজন ছিল: সিপিডি

প্রস্তাবিত ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে করমুক্ত আয়সীমা কিছুটা বাড়ানো হলেও উচ্চ মূল্যস্ফীতির বাস্তবতায় তা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ছিল বলে মন্তব্য করেছেন গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন। তিনি বলেন, বর্তমান কর কাঠামোয় নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর ওপর তুলনামূলক বেশি করের চাপ পড়ছে। তাই দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের স্বার্থ বিবেচনায় করমুক্ত আয়সীমা আরও বাড়ানো যেতে পারতো। শুক্রবার (১২ জুন) সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত 'জাতীয় বাজেট ২০২৬-২৭: সিপিডির পর্যালোচনা' শীর্ষক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। ফাহমিদা খাতুন জানান, প্রস্তাবিত বাজেটে ব্যক্তিগত আয়ের কর কাঠামোয় বড় কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। ২০২৬-২৭ এবং ২০২৭-২৮ অর্থবছরে করমুক্ত আয়সীমা ৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তী দুই অর্থবছর ২০২৮-২৯ ও ২০২৯-৩০ এ তা ৪ লাখ টাকা এবং ২০৩০-৩১ অর্থবছরে সাড়ে ৪ লাখ টাকায় উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

তিনি বলেন, আগামী পাঁচ বছরের জন্য করমুক্ত আয়সীমার একটি সুস্পষ্ট পথরেখা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ইতিবাচক। এতে করদাতারা ভবিষ্যৎ আয়-ব্যয় ও আর্থিক পরিকল্পনা সম্পর্কে আগাম ধারণা পাবেন। তবে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক প্রশ্ন তোলেন, বর্তমান উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রেক্ষাপটে করমুক্ত আয়সীমা ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা করা কতটা যথেষ্ট। তার মতে, মূল্যস্ফীতির প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে বাজেটের সামগ্রিক

মূল্যায়নে ফাহমিদা খাতুন বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটের প্রধান লক্ষ্য অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার। এ লক্ষ্যে ব্যক্তি খাতনির্ভর প্রবৃদ্ধি, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সামাজিক সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক কল্যাণকে বাজেট দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ দৃষ্টিভঙ্গি অর্থনীতিকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই করার প্রচেষ্টার প্রতিফলন। তবে বাজেটের আকার নিয়ে আলোচনার চেয়ে বাস্তবায়ন সক্ষমতার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। ফাহমিদা খাতুন বলেন, বাজেট কত বড় হলো সেটি মুখ্য বিষয় নয়; বরং নির্ধারিত লক্ষ্য কতটা বাস্তবায়িত হলো সেটিই গুরুত্বপূর্ণ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১২.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

ইশতেহার থেকে বাজেট: প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথে কতদূর বিএনপি সরকার?

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) যে নির্বাচনি ইশতেহার দিয়েছিল তার মূলে ছিল একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি, স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালীকরণ ও কৃষির উন্নয়নে প্রাধান্য দেওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিল দলটি। ক্ষমতায় আসার পর বিএনপি সরকারের সামনে প্রথম বড় পরীক্ষার নাম ছিল জাতীয় বাজেট। কারণ একটি রাজনৈতিক দলের ইশতেহার জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতির দলিল হলেও বাজেট হচ্ছে সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের আর্থিক রূপরেখা। বৃহস্পতিবার (১১ জুন) জাতীয় সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করেন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রথম বাজেট হিসেবে এটি কেবল একটি অর্থনৈতিক দলিল নয়; বরং নির্বাচনি অঙ্গীকার বাস্তবায়নের প্রথম আনুষ্ঠানিক রোডম্যাপ হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বাজেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—নির্বাচনি ইশতেহারে ঘোষিত বহু অগ্রাধিকার খাত বাজেটে সরাসরি প্রতিফলিত হয়েছে। যদিও সব প্রতিশ্রুতির পূর্ণ বাস্তবায়ন এক অর্থবছরে সম্ভব নয়, তবুও সরকারের নীতিগত অবস্থান স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১২.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে কোনো আপস নয়: নজরুল ইসলাম

চট্টগ্রাম বন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার উদ্যোগকে স্বাগত জানালেও জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বের সঙ্গে আপস করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও চট্টগ্রাম মহানগর আমির নজরুল ইসলাম। শুক্রবার (১২ জুন) সকালে নগরের জামালখানে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয়ে আয়োজিত ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের এক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগর সভাপতি এস এম লুৎফর রহমান। সঞ্চালনা করেন মহানগর সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী। মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর দেশের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র এবং জাতীয় নিরাপত্তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। বিদেশি প্রতিষ্ঠান কিংবা 'ফ্যাসিবাদের দোসরদের' হাতে বন্দরের নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়ার কোনো অপচেষ্টা চট্টগ্রামবাসী মেনে নেবে না। তিনি অভিযোগ করেন, চট্টগ্রামে স্বার্থকেন্দ্রিক শ্রমিক নেতৃত্বের বিকাশ শ্রমিক আন্দোলনের জন্য সংকট তৈরি করেছে। কিছু অসৎ শ্রমিক নেতার সঙ্গে রাজনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর যোগসাজশের অভিযোগও রয়েছে। শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার নামে ব্যক্তিস্বার্থ ও অবৈধ সুবিধা অর্জনের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে।
নজরুল ইসলাম বলেন, নগরে মাদক, চাঁদাবাজি ও অবৈধ আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতা উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। কিছু ব্যক্তি শ্রমিক রাজনীতির আড়ালে এসব কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করছেন। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এলাকায় অ্যাম্বুলেন্স সিন্ডিকেটসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। জনসেবামূলক খাতকে সিন্ডিকেটমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক করতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান এই নেতা। সভাপতির বক্তব্যে এস এম লুৎফর রহমান বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর দেশের অর্থনীতির হৃদস্পন্দন এবং এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রবন্দর। নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ও প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা উচিত। কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের কাছে বিশেষ সুবিধার ভিত্তিতে বন্দর পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন খাতে 'ফ্যাসিবাদী শাসনের দোসররা' নতুনভাবে সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছে। চাঁদাবাজি, দখলবাজি ও দুর্নীতির মাধ্যমে তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এস এম লুৎফর রহমান বলেন, সম্প্রতি শ্রমিকদের নামে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও সহিংসতার যেসব অভিযোগ উঠেছে, সেগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। একইসঙ্গে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত হামলা ও বিশৃঙ্খলার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানান তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১২.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

আদ্-দ্বীন হাসপাতালের লাইসেন্স বাতিল অন্যায্য: গাজী আতাউর রহমান

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব ও দলীয় মুখপাত্র মাওলানা গাজী আতাউর রহমান বলেছেন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনো দায় থাকলে তাও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার আওতায় আসা উচিত। কিন্তু দেশের স্বাস্থ্যসেবায়

প্রতিষ্ঠিত একটি হাসপাতালের লাইসেন্স বাতিল করার যে সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নিয়েছে কোনোভাবেই তা কাম্য নয় এবং এটা কোনো ন্যায্য সিদ্ধান্তও নয়। বৃহস্পতিবার (১১ জুন) এক বিবৃতিতে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের এই মুখপাত্র বলেন, গত ঈদুল আজহার আগের দিন মগবাজারে আদ্-দ্বীন হাসপাতালে ছয় নবজাতকের মৃত্যু দেশের অন্য সবার মতো আমাদেরকেও ব্যথিত করেছে। এমন দুর্ঘটনার পরে তদন্ত হওয়া, তদন্তে যাদের দায় বা কর্তব্যে অবহেলা পাওয়া যাবে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তিনি বলেন, আমরা মনে করি, তদন্তে যাদের দায় বা অবেহলা পাওয়া গেছে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিন, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, হাসপাতালের কোনো ত্রুটি থাকলে হাসপাতালকে জরিমানা করা যেতে পারে কিন্তু কোনো অবস্থাতেই আদ্-দ্বীন হাসপাতালের মতো একটি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান যাদের অবদান সর্বজন স্বীকৃত তাদের লাইসেন্স বাতিল করা যাবে না। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে লাইসেন্স বাতিল করার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হবে। বিস্ময় প্রকাশ করে মাওলানা গাজী আতাউর রহমান বলেন, বাংলাদেশের

বিস্ময় প্রকাশ করে মাওলানা গাজী আতাউর রহমান বলেন, বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের সর্বত্র অরাজকতা ও অন্যায্যতা বিরাজ করছে। অধিকাংশ হাসপাতাল মানসম্মত সেবা প্রদান করে না। যেসব হাসপাতাল মানসম্মত সেবা প্রদান করে সেখানে মাত্রাতিরিক্ত মূল্য ধার্য করে। সাধারণ ও নিম্নআয়ের মানুষদের জন্য সরকারি হাসপাতালে মানবেতর সেবা গ্রহণ ছাড়া উপায় থাকে না। সেখানে আদ্-দ্বীন হাসপাতাল ২০০০ সাল থেকে স্বল্পমূল্যে মানসম্মত সেবা প্রদান করে আসছে। বিগত ছাব্বিশ বছরে তাদের থেকে ২ কোটির মতো রোগী সেবা পেয়েছে। হাসপাতালে দেড় লক্ষাধিক সার্জারি হয়েছে এবং বিশলক্ষাধিক গর্ভবতী নারী সেবা নিয়েছে। গর্ভবতী নারীর সেবায় সার্জারির বিপরীতে নরমাল ডেলিভারিতে আদ্-দ্বীন হাসপাতালের অবদান এক অনন্য মাত্রা অর্জন করেছে। গরীবদের সেবায় এই হাসপাতালে রয়েছে অসামান্য অবদান। এতো বেশি রোগীর সেবা করলেও বিগত ২৬ বছরে এই হাসপাতালে বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনার নজির নেই। এটা এই হাসপাতালের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাক্ষ্য প্রদান করে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে আদ্-দ্বীন কর্তৃপক্ষ এরইমধ্যে বিপুল অঙ্কের আর্থিক জরিমানা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। তাই সম্প্রতি ঘটে যাওয়া নবজাতকের মৃত্যুকে একটি দুর্ঘটনা হিসেবেই দেখা বাঞ্চনীয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১২.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

এবারের বাজেট চানাচুরের মতো, খেতে ভালো কিন্তু পুষ্টিগুণ নেই

২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটের সমালোচনা করে বিরোধীদলীয় চিফ হুইফ নাহিদ ইসলাম বলেছেন, আমাদের বড় সমালোচনার জায়গাটা হচ্ছে এই বাজেটটাকে আমাদের মনে হয়েছে উচ্চভিলাষী ও বাস্তবতা বিবর্জিত। এটা ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ঘাটতি বাজেট হবে। ঋণগ্রস্ত বাজেট বলা যেতে পারে। এবারের বাজেট অনেকটা চানাচুরের মতো, খেতে ভালো, কিন্তু পুষ্টিগুণ নেই। বৃহস্পতিবার (১১ জুন) রাতে সংসদ ভবনে বাজেটের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। নাহিদ ইসলাম বলেন, ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটটা উচ্চ ও বাস্তবতা বিবর্জিত। এই বাজেটের ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকা তারা ব্যয় করবে। এই আয়টা তারা বলছে ৬ লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকা তারা রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। যেটা আসলে বাস্তবতা বিবর্জিত। কারণ এই পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা সরকারের পক্ষে এই প্রশাসন ও কর কাঠামোর পক্ষে সম্ভব না। তিনি বলেন, ২ লাখ ৪৩ হাজার কোটি টাকার ঘাটতি রয়েছে। ৬ লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকার যেই রাজস্ব সেটা যদি আদায় করতে না পারে স্বাভাবিকভাবে ঘাটতি কিন্তু অনেক বাড়বে। সরকারকে তখন কী করতে হবে? ব্যাংকগুলো থেকে এবং বিদেশ থেকে ঋণ নিতে হবে। এই রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা আয় অর্জন করতে হলে রাজস্ব প্রবৃদ্ধির হার অন্তত ৪২ শতাংশ হতে হবে।

দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ বার্ষিক রাজস্ব প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ২৭.৩ শতাংশ। যদি আগামী অর্থবছরে সেই সর্বোচ্চ রেকর্ড করা সম্ভব হয় তাও লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৭০ হাজার কোটি টাকার ঘাটতি থাকবে। ফলে এই ঘাটতি সরকার কীভাবে মেটাবে? তিনি আরও বলেন, সরকার খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলেছে। বাজেট ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বাজেট দেখাচ্ছে। একইভাবে কিন্তু এটা ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ঘাটতি বাজেট হবে। ঋণগ্রস্ত বাজেট বলা যেতে পারে এটাকে। ফলে সরকার ব্যাংক থেকে আরও ঋণ বাড়াবে। বিরোধী দলের এই চিপ হুইপ বলেন, ঋণের পরিমাণ ৮ লাখ ১২ হাজার কোটি টাকা পৌঁছেছে। এটা বৈদেশিক ঋণ। আর হচ্ছে অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রায় ১৬ গুণ বেড়েছে। ব্যাংক থেকে আরও যদি ঋণ নেয় তাহলে বেসরকারি খাতে যে চাপটা পড়বে, বেসরকারি খাতের থেকে তারা বিনিয়োগ পাবে না। তারা লোন পাবে না এবং কর্মসংস্থান সংকুচিত হবে। নাহিদ বলেন, অর্থমন্ত্রী তার বক্তব্যে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের কথা বললেও ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতের সংস্কার নিয়ে কোনো সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দেননি। ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, লুটপাট ও পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার পরিকল্পনাও তুলে ধরা হয়নি। বরং ব্যাংকিং খাত কীভাবে তারা সংস্কার করবে, আমরা যেই নজিরবিহীনভাবে ব্যাংকিং খাত দলীয়করণ, রাজনীতিকরণ দেখতেছি। ইসলামী ব্যাংক এটা আমাদের সামনে একটা বড় উদাহরণ। তিনি আরও বলেন, ইসলামী ব্যাংকে এখন আবারো এস আলমের হাতে তুলে দেওয়ার একটা প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ব্যাংকিং খাতের যেই নৈরাজ্যটা ছিল এবং আমানতকারীদের, গ্রাহকদের যে অনাস্থা, সে অনাস্থা কিন্তু নতুন করে আবার শুরু হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১২.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

রেকর্ড কিপার নিয়োগ পরীক্ষায় অসদুপায়, ৩ পরীক্ষার্থীকে কারাদণ্ড-জরিমানা

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের (ডিএলআরএস) রেকর্ড কিপার পদের লিখিত পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে তিন পরীক্ষার্থীকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার (১২ জুন) ঢাকার ডেমরার ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় মোবাইল ফোন ও ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার এবং পরিচয় জালিয়াতির অভিযোগে তাদের আটক করা হয়। পরে ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জাকিয়া মুনতাহিম ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে দণ্ড প্রদান দেন। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, মোবাইল ফোন ব্যবহার করে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে কে এম মোজাম্মেল হককে দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ১৮৮ ধারায় ৫০ টাকা জরিমানা ও একদিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এদিকে, ইলেকট্রনিক বিশেষায়িত হিয়ারিং ডিভাইস ব্যবহার করে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে মোসাম্মৎ মর্জিনা আক্তারকে একই ধারায় ৫০ টাকা অর্থদণ্ড এবং তিন দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এছাড়া, মো. মিজানুর রহমানের পরিবর্তে ফারুক মণ্ডল নামে অন্য একজন পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন বলে প্রমাণিত হয়। পরিচয় জালিয়াতির এ ঘটনায় ফারুক মণ্ডলকে দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারায় ১০০ টাকা অর্থদণ্ড এবং এক দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, নিয়োগ পরীক্ষার স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতেও কঠোর নজরদারি অব্যাহত থাকবে। অসদুপায় অবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রেকর্ড কিপার পদের লিখিত পরীক্ষায় ৮ হাজার ১৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬ হাজার ৮৯৫ জন উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১২.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

মূল্যস্ফীতি পুলিশ-র‍্যাব দিয়ে পিটিয়ে নিয়ন্ত্রণের বিষয় না: অর্থমন্ত্রী

বাজার বা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ কোনো পুলিশ, র‍্যাব কিংবা সরকারি লোক দিয়ে পিটিয়ে করার বিষয় না, এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এমন মন্তব্য করেছেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সঠিক পলিসি ও ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে। শুক্রবার (১২ জুন) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অর্থ মন্ত্রণালয় আয়োজিত ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট-উত্তর সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। সংবাদ সম্মেলনে দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরে অর্থমন্ত্রী বলেন, আপনারা তো জানেন মূল্যস্ফীতি গত তিন মাসের ব্যাপার না, এটি গত বেশ কয়েক বছর ধরেই ক্রমান্বয়ে বাড়ছে এবং গত তিন মাস ধরে তা ৯ শতাংশের ওপরে চলছে। এর পেছনে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধবিগ্রহ এবং বৈশ্বিক বাজারের অস্থিতিশীলতার প্রভাব রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। দেশের ব্যাংকিং খাতের সংকট নিয়ে মন্ত্রী বলেন, লুটপাট ও মানি লন্ডারিংয়ের কারণে ব্যাংকগুলোতে বিরাট ক্যাপিটাল (মূলধন) ঘাটতি তৈরি হয়েছে। এর ফলে 'কস্ট অব ফান্ড' অনেক বেড়ে গেছে, যার সরাসরি নেতিবাচক প্রতিফলন ঘটছে মূল্যস্ফীতির ওপর। বিশ্ববাজারে দাম বাড়ার কারণে আমদানিকৃত সব পণ্যের দামই দেশের বাজারে বেড়ে যাচ্ছে। আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, বহির্বিশ্বের কারণে যে মূল্যস্ফীতি বাড়ছে, সেখানে আমাদের কিছু করার থাকে না। তবে আমাদের চেষ্টা করতে হবে ডোমেস্টিক্যালি (অভ্যন্তরীণভাবে) কীভাবে ব্যবসার খরচ কমিয়ে আনা যায়। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, ইজ অব ডুইং বিজনেস (সহজে ব্যবসা করার সূচক) মানদণ্ডে বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশ একেবারে তলানিতে। এর অর্থ হলো আমাদের ব্যবসার খরচ অনেক বেশি। একটি পারমিশন পেতে বা কোম্পানি করতে ৬ মাস থেকে ১ বছর লেগে যায়। অনেকগুলো ডিপার্টমেন্টে যেতে হয়, সময় নষ্ট হয় এবং অনেক জায়গায় তাদের খরচ (ঘুষ/অনিয়ম) করতে হয় এটা তো সত্য কথা। এই প্রক্রিয়া সহজ করতে সরকার ডি-রেগুলেশনসহ নানামুখী সংস্কার (Reforms) পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে জানান অর্থমন্ত্রী।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১২.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

কিছু ব্যাংক থেকে এক-তৃতীয়াংশ টাকা চুরি হয়ে গেছে: গভর্নর

দেশের ব্যাংক খাতের একটি বড় অংশ সংকটে রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মো. মোস্তাকুর রহমান। তিনি বলেন, কিছু ব্যাংক থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ বেরিয়ে গেছে। এক-তৃতীয়াংশ ডিপোজিট চুরি হয়ে গেছে। একটি ব্যাংকিং সিস্টেমকে স্থিতিশীল করতে সবাইকে ধৈর্য ধরতে হবে। শুক্রবার (১২ জুন) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অর্থ মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাজেটোত্তর সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। গভর্নর বলেন, ইসলামী ব্যাংকসহ কয়েকটি দুর্বল ব্যাংককে স্থিতিশীল করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করছে। দীর্ঘদিন যেসব আমানতকারী টাকা ফেরত পাচ্ছিলেন না, তারা এখন ধীরে ধীরে টাকা পেতে শুরু করেছেন। তিনি বলেন, আমরা ইসলামী ব্যাংককে সাপোর্ট দিতে চাই। ব্যাংকটিতে স্থিতিশীলতা ফেরাতে দ্রুত বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের এমডি নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিষয়ে গভর্নর বলেন, গত ২৫ মার্চ আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ ছিল। এরপর বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্ট সংগ্রহ, যাচাই-বাছাই ও সাক্ষাৎকার শেষে মে মাসে নতুন এমডি নির্বাচন করা হয়। পরে অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন কমিটি এবং প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন শেষে পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তিনি জানান, একই সময়ে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের বোর্ড গঠনেও কিছুটা সময় লেগেছে। নতুন চেয়ারম্যান দায়িত্ব নেওয়ার পর সম্প্রতি প্রথম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মোস্তাকুর রহমান বলেন, পাঁচটি ইসলামী ব্যাংকের কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যার (সিবিএস) সমন্বয়ের কাজ এখন বড় চ্যালেঞ্জ। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এ নিয়ে কাজ করছে এবং আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কার্যক্রমে অগ্রগতি দৃশ্যমান হবে। ইসলামী ব্যাংকে সরকারের অবৈধ

হস্তক্ষেপের অভিযোগ নাকচ করে তিনি বলেন, আমরা কাউকে ঋণ দিতে বলি না, বদলি বা পদোন্নতির জন্যও কোনো নির্দেশ দেই না। এ ধরনের অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১২.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

বাসায় যাওয়া নিয়ে মাদক কারবারিদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, হুমকির পর হামলা

রাজধানীর কাফরুল এলাকায় এক মোটরসাইকেল চালককে চলন্ত অবস্থায় ইট নিক্ষেপের ঘটনায় তিন জনকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। জানা গেছে, ভিকটিমের বাসায়ই আসামিরা আগে ভাড়া থাকতেন। আসামিদের মাদক ব্যবসা এবং তার বাড়ির সামনে অবস্থানকে কেন্দ্র করে ভিকটিমের সঙ্গে তাদের বিরোধের সূত্রপাত হয়। এ নিয়ে হুমকি দেওয়ার পরদিনই হামলার শিকার হন মোটরসাইকেল চালক রাফি। শুক্রবার (১২ জুন) দুপুরে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান মিরপুর বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. মোস্তাক সরকার। গ্রেফতাররা হলেন- মো. পারভেজ (৩০), আনোয়ার হোসেন বাবু (৩২) ও মো. ফয়সাল ওরফে কালু (২৭। এর মধ্যে, পারভেজকে বৃহস্পতিবার (১১ জুন) ময়মনসিংহের ধোবাউড়া থানার ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে এবং আনোয়ারকে কাফরুলের ইব্রাহিমপুর থেকে গ্রেফতার করেছে কাফরুল থানা পুলিশ এবং কালুকে একই দিন কাফরুল থেকে গ্রেফতার করে র‍্যাব-৪।
পুলিশ বলছে, ভিকটিম রাফির বাসায় ভাড়া থাকতেন আসামিরা। আসামি পারভেজ ও তার সহযোগীরা এলাকায় মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এ নিয়ে রাফির সঙ্গে তাদের বিরোধ সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে বাসা ছাড়ার পরও পারভেজ ও তার সহযোগীরা রাফির বাসায় যাতায়াত করতেন এবং বাসার সামনে অবস্থান করতেন। যা ভুক্তভোগী রাফি পছন্দ করতেন না। এ নিয়ে রাফির সঙ্গে পারভেজ ও কালুর কথা কাটাকাটি হয় এবং তারা রাফিকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেন। পরদিন তার ওপর হামলা করা হয়। মিরপুর বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. মোস্তাক সরকার বলেন, গত মঙ্গলবার (১০ জুন) রাত আনুমানিক ১টা ২০ মিনিটে কাফরুল থানাধীন পূর্ব শেওড়াপাড়া বাসস্ট্যান্ডের ১০০ গজ পূর্ব পাশে ইব্রাহিমপুর পাকা রাস্তায় ভিকটিম রাফি মোটরসাইকেলযোগে নিজ বাসায় ফেরার পথে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী পূর্ব শত্রুতার জেরে ভিকটিম রাফির মাথার ডান পাশে ইট দিয়ে আঘাত করেন। এতে ভিকটিম রাফি মাথায় গুরুতর রক্তাক্ত জখমপ্রাপ্ত হয়ে মোটরসাইকেলসহ রাস্তায় পড়ে যান। তাৎক্ষণিকভাবে ওই দুষ্কৃতিকারীরাই ঘটনাস্থল থেকে একটি অটোরিকশায় করে ভিকটিমকে নিয়ে যান । পরে ঘটনাস্থলের নিকটবর্তী স্থান থেকে ভিকটিমের মোটরসাইকেলটি পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় ভিকটিম রাফির চাচা নুর হোসেন বাদী হয়ে কাফরুল থানায় হত্যাচেষ্টার অভিযোগে মামলা দায়ের করেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১২.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

রেডিও টুডে

গণমানুষের বাজেটকে যারা দলীয়করণ বলছে তারা নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোক: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, "বিএনপি সরকার 'গণমানুষের বাজেট' ঘোষণা করেছে। সরকার ব্যাংকমুখী না হয়ে ঘোষিত এই বাজেটকে যারা দলীয়করণ বলছে, তারা খুবই নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোক। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের শনিবার কক্সবাজার আগমন উপলক্ষ্যে শুক্রবার সকালে কক্সবাজার পৌঁছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। পরে প্রধানমন্ত্রীর নির্ধারিত অনুষ্ঠানস্থল এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সরেজমিন পর্যবেক্ষণ শেষে চকরিয়া পৌরসভার বাস টার্মিনালের মাঠে তিনি ঘোষিত বাজেট নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এই মন্তব্য করেন। নিজ জেলায় প্রধানমন্ত্রীর সফরের বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর কক্সবাজার সফরকে কেন্দ্র করে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক প্রস্তুতি নিশ্চিত করেছে। সফরের প্রতিটি কর্মসূচি যাতে শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল ও নিরাপদভাবে সম্পন্ন হয়, সেই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সব সংস্থা সমন্বিতভাবে কাজ করছে। শনিবার প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কক্সবাজার সফরকে ঘিরে জেলাজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। সফরের সার্বিক প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকিতে কক্সবাজারের বিভিন্ন কর্মসূচি পরিদর্শন করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। এ সময় তিনি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য এবং আয়োজকদের সঙ্গে মতবিনিময় করে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৬.২০২৬ আসাদ)

শিশু ফাহিমা ধর্ষণ-হত্যা: জাকিরসহ ৩ ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

শিশু ফাহিমা ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনার এক মাস পাঁচদিনের মাথায় আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে। প্রধান আসামি জাকির হোসেন ও তার দুই সহোদর জয়নাল আহমদ ও আবুল কালামকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার মো. মনজরুল আলম আজ শুক্রবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বৃহস্পতিবার আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। অভিযোগপত্রে ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে জাকির হোসেনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। লাশ গুমে সহযোগিতার জন্য তার দুই ভাই জয়নাল ও কালামকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। নিহত ফাহিমা আক্তার (৪) সিলেট সদর উপজেলার কান্দির গাঁও ইউনিয়নের সোনাতলা গ্রামের দিনমজুর রাইসুল হকের মেয়ে। হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার মো. জাকির হোসেন একই গ্রামের পশ্চিম পাড়া ধন রায়ের চক এলাকার বাসিন্দা মৃত

তোতা মিয়ার ছেলে। অভিযুক্তরা ফাহিমার প্রতিবেশী ও সম্পর্কে চাচা। তাদের মধ্যে জাকিরকে ঘটনার পরই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পরে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী দুই দফা জাকিরদের বাড়ি ভাঙচুর করে। উল্লেখ্য, গত ৬ মে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয় শিশু ফাহিমা। এর দুদিন পর গত ৮ মে রাত ৪টার দিকে ফাহিমার লাশ ঘরের সামনে নুরুল হক নামের একজনের মালিকানাধীন ডোবায় ফেলে পানিতে ডুবিয়ে রাখার চেষ্টা করেন জাকির। ভিকটিমের লাশ ডোবার পানিতে ভেসে ওঠায় আসামি ভিকটিমের লাশ পানি থেকে তুলে ডোবার পশ্চিম পাশে উঠানের পূর্ব পাশে বাঁশ ও নারিকেল গাছের নিচে রেখে দেন। এরপর স্থানীয়দের সহযোগিতায় পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ওসমানী মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায়। পরে ১১ মে রাতে ফাহিমাকে হত্যার অভিযোগে তার প্রতিবেশী চাচা জাকির হোসেনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তারের পর পুলিশের কাছে ও আদালতে ১৬৪ ধারায় এ ঘটনার লোমহর্ষক বর্ণনা দেন জাকির।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৬.২০২৬ আসাদ)

চেয়ারম্যানকে কুপিয়ে আহতের জেরে পিটুনিতে যুবক নিহত

বরগুনার সদর উপজেলার ১ নম্বর বদরখালী ইউনিয়নে ইউপি সদস্য ও প্যানেল চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফাকে কুপিয়ে আহত করার জেরে পিটুনিতে ইব্রাহিম হোসেন কালু নামে এক যুবককে নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় কালুর সহযোগী তৌহিদ ইসলাম শুভ গুরুতর আহত হয়েছেন। শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে বদরখালী ইউনিয়নের ডেমা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ইব্রাহিম হোসেন কালু ডেমা গ্রামের সোনা গাজীর ছেলে। আহত তৌহিদ ইসলাম শুভ একই গ্রামের রহিমের ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মাদক ব্যবসা, চাঁদাবাজি ও বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ রয়েছে কালু বাহিনীর বিরুদ্ধে। শুক্রবার বিকেলে ইউপি সদস্য ও প্যানেল চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফার ওপর হামলা চালিয়ে তাকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে কালু ও তার সহযোগীরা। পরে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী কালু ও তার সহযোগীদের গণপিটুনি দেয়। গুরুতর আহত অবস্থায় কালু ও শুভকে উদ্ধার করে বরগুনা সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. আবুল ইসরাত জনি কালুকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত শুভকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহত ইউপি সদস্য গোলাম মোস্তফাকেও উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশালে পাঠানো হয়েছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৬.২০২৬ আসাদ)

এবারের বাজেটে প্রতিটি মানুষকে আনার চেষ্টা করেছি: অর্থমন্ত্রী

জাতীয় বাজেটে জনগণের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে এবং দেশের প্রতিটি মানুষকে অর্থনীতির মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। শুক্রবার বিকেলে বাজেট-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। অর্থমন্ত্রী বলেন, এবারের বাজেট সব শ্রেণি-পেশার মানুষের কথা বিবেচনায় রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যয় কমানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং এ বিষয়ে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। তিনি বলেন, বিশ্ব অর্থনীতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদেরও এগোতে হবে। বৈশ্বিক বাস্তবতার কারণে আমরা প্রচলিত বাজেট কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছি। দারিদ্র্য বিমোচনকে এবারের বাজেটের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী বলেন, দেশের জনগণকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করাই সরকারের অগ্রাধিকার। এজন্য শিক্ষাখাতে, বিশেষ করে কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এবারের বাজেটে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সামাজিক খাতে। ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড, স্বাস্থ্য কার্ডসহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বড় বিনিয়োগ করা হচ্ছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে সামাজিক খাতে এবারই সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করা হচ্ছে দাবি করে তিনি বলেন, এসব উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো জনগণকে কর্মসংস্থানের উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। অর্থমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, বাজেট বাস্তবায়নের মাধ্যমে একদিকে যেমন মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অগ্রগতি আসবে, অন্যদিকে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও সামাজিক সুরক্ষা জোরদারের মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে। এসময় তিনি জাতীয় পে স্কেল, সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকসহ আরও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৬.২০২৬ আসাদ)

বাজেটে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ নেই: এনবিআর চেয়ারম্যান

বাজেটে কালো টাকা বৈধ করার ব্যবস্থা নেই বলে জানিয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান। তিনি বলেন, এ বিষয়ে জনমনে ভুল-বোঝাবুঝি তৈরি হয়েছে। আজ বিকেলে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে (২০২৬-২৭) অর্থবছরের বাজেটোত্তর সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।এনবিআর চেয়ারম্যান জানান, কালো টাকা সাদা করা নয় বরং সম্পত্তি লেনদেনে প্রকৃত মূল্য ঘোষণার মাধ্যমে কর-সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের একটি প্রস্তাব করা হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, 'গত অর্থবছরে জমি বিক্রেতাদের জন্য একটি বিশেষ বিধান করা হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে জমি প্রকৃত মূল্যে বিক্রি হলেও কম দামে নিবন্ধন করা হয়। এতে বিক্রেতারা প্রকৃত বিক্রয়মূল্যের অতিরিক্ত অর্থের উৎস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জটিলতায় পড়েন। এ অবস্থায় ব্যাংকিং চ্যানেলে লেনদেনের প্রমাণ এবং বায়নানামা উপস্থাপন করতে পারলে তারা নিয়মিত হারে মূলধনি মুনাফার ওপর কর পরিশোধ করে সেই অর্থ বৈধ করার সুযোগ পান।'

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৬.২০২৬ আসাদ)

থানায় স্বেচ্ছাসেবক দল নেতাকে মারধর: ১১ পুলিশ বরখাস্ত

রংপুর মেট্রোপলিটন কোতোয়ালি থানায় স্বেচ্ছাসেবক দলের এক নেতাকে মারধর ও আহত করার ঘটনায় ১১ পুলিশ সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। বরখাস্ত হওয়া সদস্যদের মধ্যে ৬ জন উপ-পরিদর্শক এবং বাকিরা সহকারী উপ-পরিদর্শক ও কনস্টেবল। বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে রংপুর মহানগর পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার হাবিবুর রহমান স্বাক্ষরিত এক আদেশে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়। বরখাস্ত হওয়া সদস্যরা হলেন—এসআই মাসুদ রানা, আলম বাদশা ও আক্তারুল ইসলাম; এএসআই মনিরুল ইসলাম, আরিফুল ইসলাম ও মেহেরুন্নেসা; এবং কনস্টেবল মুশফিকুর রহমান, মুখলেসুর রহমান, রাকিব আহমেদ, লিমা সরেন ও ভাবনা রানী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার তদন্তে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার নরেশ চাকমাকে প্রধান করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি অভিযোগপত্র, সাক্ষ্য-প্রমাণ, সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য এবং কোতোয়ালি থানার সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন দাখিল করে। তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, অভিযুক্ত কয়েকজন পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলা, অদক্ষতা, অপেশাদার আচরণ ও অসদাচরণের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীরা শারীরিক ও মানসিকভাবে হেনস্তার শিকার হয়েছেন বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। একই সঙ্গে ঘটনাটি গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে মন্তব্য করা হয়। ঘটনার সূত্রপাত ঘটে গত ৩ জুন। জানা যায়, কোরবানির ঈদের আগে নগরের সিও বাজার এলাকায় নিখোঁজ হওয়া এক প্রেমিক যুগলকে উদ্ধার করে থানায় আনা হয়। তাদের পরিবারের অনুরোধে বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা চলাকালে স্বেচ্ছাসেবক দলের কয়েকজন নেতা থানায় যান। পরে ওই ঘটনায় স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা রাকিবুজ্জামান রাকিব থানায় গিয়ে পুলিশের সঙ্গে কথাকাটাকাটিতে জড়ান এবং পরে মারধরের শিকার হন বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পরপরই তৎকালীন ওসি আজাদ রহমানসহ ছয়জনকে প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয় এবং পরে তাকে বদলি করা হয়। এ বিষয়ে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ আবদুল মাবুদ বলেন, কোনো সদস্যের দায়িত্বে অবহেলা বা অসদাচরণের ক্ষেত্রে আরপিএমপি 'শূন্য সহনশীলতা' নীতি অনুসরণ করছে। ভবিষ্যতেও অভিযোগ প্রমাণিত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৬.২০২৬ আসাদ)

দক্ষ মানবসম্পদ গড়ার মাধ্যমেই একটি দেশ উন্নতির শিখরে পৌঁছে: মির্জা ফখরুল

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, কোনো জাতি এমনি এমনি উন্নত হতে পারে না। শিক্ষা, কঠোর পরিশ্রম ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমেই একটি দেশ উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারে। আজকের চীন নিজেদের প্রচেষ্টা, শিক্ষা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে বিশ্বের অন্যতম উন্নত দেশে পরিণত হয়েছে। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টায় ঠাকুরগাঁও শহরের শহীদ মোহাম্মদ আলী স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী উদ্যোগে স্কুলব্যাগ ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের উদ্দেশ্য করে মির্জা ফখরুল বলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রীও শিশুদের নিয়ে কাজ করতে চান। শিশুদের ভালোভাবে লেখাপড়া করাতে চান, তাদের উন্নত করতে চান। এ জন্য তিনি কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, শিক্ষার্থীদের পোশাক, শিক্ষাসামগ্রী, ফ্রিতে বিতরণ করার উদ্যোগ। সেইসঙ্গে শিশুরা যাতে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে পারে; সেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। মির্জা ফখরুল আরও বলেন, দেশের শিশু-কিশোরদের সঠিক শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষক, অভিভাবক ও সমাজের সব স্তরের মানুষকে এ বিষয়ে আরও সচেতন হতে হবে। শিশুরা যাতে ভবিষ্যতে দেশের সম্পদে পরিণত হয় এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে, সে লক্ষ্যে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৬.২০২৬ আসাদ)

ভারত-বাংলা একই আকাশ একই বাতাস একই যন্ত্র: হাইকমিশনার

ভারতের পেট্রাপোল বন্দর হয়ে বাংলাদেশে আসার পথে গণমাধ্যমকর্মীদের এক প্রশ্নের জবাবে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দিনেশ ত্রিবেদী জানান, দুই গণতান্ত্রিক দেশের শক্তি এক হলে বিশ্ব শক্তিতে পরিণত হবে। তিনি বলেন, 'ভারতের ১৪০ কোটি জনসংখ্যা আর বাংলাদেশের ২০ কোটি যদি এই সঙ্গে করা হয় ১৬০ কোটি। দুই দেশের সহযোগিতা থাকা দরকার। আন্তর্জাতিকভাবে তা বৃহৎ একটি জনশক্তিতে রূপান্তরিত হবে।' শুক্রবার সকালে ভারতের পেট্রাপোল বন্দর হয়ে বাংলাদেশে আসার পথে গণমাধ্যমকর্মীদের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি। এ সময় সীমান্ত উত্তাপ নিয়ে তিনি বলেন, 'ভারত-বাংলা একই আকাশ একই বাতাস একই যন্ত্র। যা দুই দেশের জন্য ভালো হয় সেই পদক্ষেপ নেব। দুই দেশের সম্পর্ক নিয়ে হাইকমিশনার বলেন, 'একটা শক্তি হলে হবে না। দুই দেশ মিলে যে শক্তি হবে সেটি আসল শক্তি। ওই শক্তি যেন পুরো পৃথিবী দেখে। ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশে যে ট্যালেন্ট আছে তাদের নিয়ে আগামী প্রজন্ম খেলাধুলা, স্বাস্থ্য, টেকনোলজি সব কিছু নিয়ে কাজ করব।' এর আগে তিনি পেট্রাপোল বন্দর হয়ে বেনাপোল বন্দরে পৌঁছালে নোম্যাসল্যান্ডে তাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ভারতীয় দূতাবাস ও বেনাপোল স্থল বন্দরের প্রতিনিধিরা অভ্যর্থনা জানান। সীমান্ত সূত্রগুলো বলছে, সম্প্রতি পুশইন নিয়ে দুই দেশের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে বেশ উত্তাপ বিরাজ করছে। চলমান এ পরিস্থিতে বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনার হিসাবে দায়িত্ব নিতে বেনাপোল বন্দর দিয়ে ঢাকায় আসছে দীনেশ ত্রিবেদী। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৬.২০২৬ আসাদ)

ক্যাপাসিটি চার্জের নামে আগের সরকার বড় ধরনের আর্থিক বোঝা রেখে গেছে: বিদ্যুৎ মন্ত্রী

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেছেন, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিট আগামী নভেম্বরে চালু করা সম্ভব হবে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সময় খুব বেশি হাতে নেই, তাই সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে কাজ এগিয়ে নেয়া হচ্ছে।শুক্রবার সকালে রাজধানীর আফতাবনগরে পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন তিনি। বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেন, ক্যাপাসিটি চার্জের নামে আগের সরকার বড় ধরনের আর্থিক বোঝা রেখে গেছে। তবে নতুন সরকার চাইলেই তাৎক্ষণিকভাবে সবকিছু পরিবর্তন করতে পারে না। বিষয়গুলো আইনি প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। আইন মন্ত্রণালয় বিষয়গুলো পর্যালোচনা করছে। রাতারাতি কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব নয়। বিদ্যমান চুক্তিগুলো পর্যালোচনা করা হচ্ছে এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি বলেন, স্থিতিশীল বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে উৎপাদন ও সঞ্চালনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়নি। ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালন সক্ষমতা ঠিক থাকলেও সরবরাহ ব্যবস্থায় ঘাটতি রয়ে গেছে। ফ্যাসিস্ট সরকার বিদ্যুৎ খাতে ব্যাপক সম্প্রসারণ করেছিল এবং প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু কার্যকর সমন্বয়ের বিষয়টি গুরুত্ব দেয়নি। তিনি আরও বলেন, অপরিকল্পিতভাবে বিতরণ লাইন স্থাপন করায় উৎপাদন ও সঞ্চালন স্বাভাবিক থাকলেও অনেক এলাকায় দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎহীন থাকতে হচ্ছে। এর মূল কারণ বিতরণ লাইনের সমস্যা। এসব সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যায়, সে বিষয়ে পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসির সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৬.২০২৬ আসাদ)

বড় বাজেট বাস্তবায়ন করাই সরকারের সামনে চ্যালেঞ্জ: সিপিডি

২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট অনুযায়ী মূল্যস্ফীতি সাড়ে ৭ শতাংশ নামিয়ে আনার লক্ষ্য প্রায় অসম্ভব বলে ধারণ করছে গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি। শুক্রবার রাজধানীর লেকশোর হোটেলে আয়োজিত 'জাতীয় বাজেট ২০২৬-২৭: সিপিডির পর্যালোচনা' শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন এ মন্তব্য করেন। ফাহমিদা খাতুন বলেন, প্রস্তাবিত এই বাজেট সরকারের প্রথম বাজেট। এই বাজেটটি এমন সময়ে দেওয়া হয়েছে যখন অর্থনীতি বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে এবং গত প্রায় চার বছর থেকে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজমান। তার পাশাপাশি দেখছি আমাদের প্রবৃদ্ধি দুর্বল হয়ে পড়েছে, দুর্বল ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান হচ্ছে না, রাজস্ব আহরণে ঘাটতি রয়েছে এবং ব্যাংকিং খাত দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ মোটামুটি অবস্থায় রয়েছে, প্রেসারে ছিল কিন্তু মোটামুটি ভালো হয়েছে, তবে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এখন একটা ক্রিটিক্যাল সময়— আমাদের জ্বালানি সংকট। এই প্রেক্ষিতে বাজেটকে মানবিক, গণতান্ত্রিক মানবিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতির জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বাজেট বলা হয়েছে। সিপিডির নির্বাহী পরিচালক আরও বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটের অন্তর্নিহিত দর্শন হলো মানব উন্নয়ন, বেসরকারি খাতনির্ভর প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক সুরক্ষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করা। ভৌত অবকাঠামোর পাশাপাশি কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং জনকল্যাণমূলক খাতেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সিপিডির মতে, বাজেটের এই দৃষ্টিভঙ্গি অনেকাংশে বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশেষ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা, ব্যবসাবান্ধব নীতি গ্রহণ, নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণ এবং সামাজিক খাতের উন্নয়নের বিষয়গুলোতে মিল রয়েছে। বাজেটের সাফল্য আকারের ওপর নয়, বরং বাস্তবায়নের মানের ওপর নির্ভর করবে। কারণ অতীত অভিজ্ঞতা বলছে, উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলেও বাস্তবায়ন দুর্বল হলে কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যায় না। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৬.২০২৬ আসাদ)

খুলনা-বরিশালের পাঁচ জেলায় পরিবহন ধর্মঘটের ঘোষণা

মহাসড়কে অবৈধ থ্রি-হুইলার চলাচল বন্ধসহ তিন দফা দাবিতে খুলনা ও বরিশাল বিভাগের পাঁচ জেলায় অনির্দিষ্টকালের পরিবহন ধর্মঘটের ঘোষণা দিয়েছে বাস মালিক সমিতি ও শ্রমিক ইউনিয়ন। দাবি পূরণ না হলে আগামী ১৪ জুন ভোর ৬টা থেকে এ ধর্মঘট শুরু হবে। পরিবহন নেতাদের দাবি, স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে একাধিক বৈঠক হলেও তাদের দাবিগুলোর কোনো কার্যকর সমাধান হয়নি। এ কারণে তারা ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন। ধর্মঘট কার্যকর হলে বাগেরহাট, খুলনা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি ও বরিশাল জেলায় সব ধরনের গণপরিবহন চলাচল বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন বাগেরহাট আন্তঃজেলা বাস-মিনিবাস, কোচ ও মাইক্রোবাস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৬.২০২৬ আসাদ)

দেশের ৯০ শতাংশ মানুষের কাছে ৫-জি পৌঁছে দিতে চায় সরকার

আইসিটি এবং টেলিকম খাতকে আগামী দিনে বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে গণ্য করে দেশের ৯০ শতাংশ মানুষের কাছে ৫-জি পৌঁছে দেওয়া এবং ১০০ এমবিপিএস ব্রডব্যান্ড গতি নিশ্চিতের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার।বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপনের সময় এ সংক্রান্ত ঘোষণা দেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। বাজেট উপস্থাপনায় এ সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী বলেন, বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আইসিটি এবং টেলিকম একটি বিপুল সম্ভাবনাময় সেক্টর। এ সেক্টর হতে পারে আগামীদিনে বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি। অথচ, বর্তমানে দেশের জিডিপিতে এ খাতের অবদান মাত্র ১-২ শতাংশ। যথাযথ

পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী পাঁচ বছরে তা ১০ শতাংশে উন্নীত করা সম্ভব। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, ওয়ারলেস ও ওয়ারলাইন কানেক্টিভিটি সম্প্রসারণ, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, ওয়ান সিটিজেন-ওয়ান আইডি-ওয়ান ডিজিটাল ওয়ালেট ব্যবস্থা চালুকরণ, বিনিয়োগবান্ধব নীতি প্রণয়ন এবং ডিজিটাল অর্থনীতির বিকাশে প্রয়োজনীয় সব সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এ সেক্টরকে সরকার অগ্রাধিকার সেক্টর হিসেবে গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ। তিনি আরো বলেন, আইসিটি খাতের উন্নয়নের জন্য সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেটের কোনো বিকল্প নেই। থ্রাস্ট সেক্টর হিসেবে গড়ে তুলতে পর্যাপ্ত স্পেকট্রাম এবং ফাইবার বেইজড কানেক্টিভিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইন্টারনেট সেবার মান উন্নয়ন ও বৈশ্বিক মানদণ্ড পৌঁছানোর লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়নসহ ব্যাপক টেলিকম সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই লক্ষ্যে বিশেষ করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সাধারণ মানুষের কাছে সুলভ মূল্যে দ্রুতগতির ইন্টারনেট পৌঁছে দিতে সরকার ন্যাশনাল ফাইবার ব্যাংক স্থাপনসহ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই মধ্যে ট্রেন ও বিমানবন্দরগুলোতে উচ্চ গতির ফ্রি ইন্টারনেট সুবিধা চালু করা হয়েছে, যার সুফল জনগণ ভোগ করছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৬.২০২৬ আসাদ)

প্রযুক্তি খাতে প্রতি বছর ২ লাখ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে

অটোমেশন ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির পাশাপাশি প্রযুক্তি খাতে প্রতি বছর ২ লাখ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার। অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট বক্তৃতায় এ কথা বলেন। বাজেট বক্তৃতায় তিনি বলেন, প্রযুক্তি খাতের পাশাপাশি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় থেকে ফ্রিল্যান্সিং ও ক্রিয়েটিভ সেক্টরে ব্যাপক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরও ৮ লাখ পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে যুবকদের জন্য ফ্রিল্যান্সিং, মোবাইল সার্ভিসিং, কেয়ারগিভিং ও ভাষা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ ও উপযোগী মানবসম্পদ তৈরিতে একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৬.২০২৬ আসাদ)

বাপেক্সের ৬৯টি কূপ খননের পরিকল্পনা

অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড বাপেক্স এর নিজস্ব রিগ দ্বারা ৬৯টি কূপ খনন এবং ৩১টি কূপের ওয়ার্কওভার সম্পন্নের পরিকল্পনা রয়েছে। বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপনকালে তিনি এসব পরিকল্পনার কথা জানান। তিনি বলেন, বাপেক্স-এর মাধ্যমে ২০২৫-২৬ থেকে ২০২৭-২৮ পর্যন্ত সময়ে ২৭০ কি. মি. ভূতাত্ত্বিক জরিপ, ৭০০ লাইন কি. মি. টু-ডি সাইসমিক জরিপ এবং ৭০০ বর্গ কি মি থ্রি-ডি সাইসমিক জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, সমুদ্রাঞ্চলে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য নতুন করে 'বাংলাদেশ অফশোর বিডিং রাউন্ড' ঘোষণা করা হয়েছে। অফশোর গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন আকর্ষণীয় করাসহ আন্তর্জাতিক কোম্পানিসমূহের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের স্বার্থ সমুন্নত রেখে মডেল প্রডাকশন শেয়ারিং কনট্রাক্ট সংশোধন করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী জানান, অগভীর সমুদ্রে ৯টি ও গভীর সমুদ্রে ১৫টি ব্লক আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলোর জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এসব ব্লকে উৎপাদন-বণ্টন চুক্তির মাধ্যমে অনুসন্ধান কাজ পরিচালিত হবে। তিনি আরও বলেন, জ্বালানি অনুসন্ধান সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাপেক্সের জন্য দুইটি নতুন অনুসন্ধান রিগ ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার 'ক্রিটিক্যাল মিনারেল এক্সপ্লোরেশন' উদ্যোগের মাধ্যমে প্রথাগত জ্বালানি পণ্যেও বাইরে অফশোর গ্যাস ও আনকনভেনশনাল হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধানেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৬.২০২৬ আসাদ)

সরকারের প্রস্তাবিত বাজেট অন্তঃসারশূন্য ও বাস্তবতাবিবর্জিত: গোলাম পরওয়ার

সরকারের প্রস্তাবিত ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটের তুলনায় জামায়াতের দেওয়া 'ছায়া বাজেট' বেশি জনবান্ধব ও উন্নয়নমুখী বলে দাবি করেছেন দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। শুক্রবার রাজধানীর মগবাজারে দলীয় কার্যালয়ে বাজেট-পরবর্তী এক ব্রিফিংয়ে তিনি এ দাবি করেন। এর আগে বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপনের পর জামায়াত ৮ লাখ ৩৯ হাজার ৫০৫ কোটি টাকার একটি 'ছায়া বাজেট' ঘোষণা করে। মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, সরকারের প্রস্তাবিত বাজেট অন্তঃসারশূন্য এবং বাস্তবতাবিবর্জিত। এ বাজেট জনগণের ওপর অতিরিক্ত ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেবে। বড় ঘাটতির এ বাজেট বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় রাজস্ব আদায় সরকারের জন্য কঠিন হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তিনি দাবি করেন, জামায়াতের ছায়া বাজেট জনকল্যাণ ও সুশাসনভিত্তিক একটি রূপরেখা তুলে ধরেছে। একই সঙ্গে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, বাজেট সংশোধন ছাড়া আগামী ৩০ জুন এটি সংসদে পাস করা উচিত হবে না। গোলাম পরওয়ারের ভাষ্য, প্রস্তাবিত বাজেট দেশের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং এটি দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘাটতির বাজেট। তিনি আরও অভিযোগ করেন, বর্তমান সরকার কৌশলে ইসলামী ব্যাংককে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। জামায়াতের এই নেতা বলেন, এবারের বাজেট ব্যাংক ও বিদেশি ঋণের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। করের আওতা বাড়ানোর ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা আরও কঠিন

হয়ে উঠবে। দুর্নীতিমুক্ত ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার কোনো কার্যকর রূপরেখাও এ বাজেটে নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৬.২০২৬ আসাদ)

BBC

MORE TIME NEEDED FOR AIR INDIA CRASH INQUIRY: OFFICIALS

The investigation into the Air India crash which left 260 people dead is ongoing, with the final report to be "released upon its completion", India's Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) has said on the first anniversary of the disaster. The statement said "significant progress" had been made, in particular to "the examination and analysis of aircraft systems, flight recorder data, engine-related components, maintenance and operational records". But it did not give a date for the investigation's completion. The exact cause of the Boeing 787 Dreamliner crash shortly after taking off from Ahmedabad en route to London on 12 June 2025 has been the subject of widespread speculation. (BBC News Web Page: 12/06/26, FARUK)

'NOTHING' FINALIZED AFTER TRUMP CLAIMS DEAL TO END WAR: TEHRAN

Iran has insisted that a final decision on an agreement to end the current conflict with the US has not yet been reached, despite President Donald Trump again claiming a deal was likely to be signed imminently. Trump had declared the US would strike Iran "very hard" again on Thursday, but later said he was cancelling the strikes because negotiators had "just made a great settlement" with Iran. He told reporters it was "subject to finalization of documents, which should get done, over the next few days" and that there would "probably" be a signing ceremony in Europe. But Iran's foreign ministry spokesperson Esmail Baghaei said reports of an agreement were "speculative" and "nothing has been finalized". Trump has previously claimed a deal with Iran was close without one materializing.
(BBC News Web Page: 12/06/26, FARUK)

THAI PRINCESS DIES AFTER MORE THAN THREE YEARS IN COMA

Thailand's Princess Bajrakitiyabha, who had been in a coma for more than three years, has died, the royal household has announced. She was 47. She collapsed in December 2022 while exercising her dogs. Her doctors attributed it to a severely irregular heartbeat, caused by a mycoplasma infection in her heart. With her death, the Thai royal family has lost its most visibly accomplished member, and someone who might have played a pivotal role in an as yet unclear succession. She was the eldest of King Vajiralongkorn's seven children, born on 7 December 1978 to his first wife and cousin, Princess Soamsawali. (BBC News Web Page: 12/06/26, FARUK)

DEADLY SUDAN DRONE STRIKE TARGETS FUNERAL PROCESSION

A drone strike on a funeral procession at a cemetery in the Sudanese city of el-Obeid has killed at least four people and injured several others, two rights groups, Sudan Doctors Network and Emergency Lawyers, have said. Both groups blame the paramilitary Rapid Support Forces (RSF) for the attack. Emergency Lawyers said it was part of a series of drone strikes that started on Wednesday evening in which at least 23 people have died in all. The RSF has not commented. El-Obeid, currently in the hands of the army, is a key battleground in Sudan's three-year civil war which began after the leaders of the army and RSF fell out over the future direction of the country. The fighting

has created the world's worst humanitarian crisis with more than 11 million people forced from their homes and 28 million facing acute hunger.
(BBC News Web Page: 12/06/26, FARUK)

JAILED SOUTH KOREA EX-PRESIDENT GETS 30 MORE YEARS

A South Korean court has sentenced former President Yoon Suk Yeol to 30 years in jail for sending drones into North Korea. Prosecutors argued that Yoon ordered the operation in October 2024 to provoke Pyongyang and create a pretext for his failed martial law bid later that year. When Yoon declared martial law on 3 December, he had claimed he was protecting the country from "anti-state" forces that sympathized with North Korea. But it soon became clear he was driven by domestic troubles and he rolled back the order in the face of mass protests. Yoon was impeached and is now serving time in prison after he was sentenced to life for insurrection over his botched martial law attempt. (BBC News Web Page: 12/06/26, FARUK)

'SURRENDER OR FACE FULL FORCE' OF STATE, NIGERIAN PRESIDENT WARNS ARMED GROUPS

Armed groups operating in Nigeria must "surrender or face the full force" of the state, the country's President Bola Ahmed Tinubu has warned. Speaking during a national broadcast marking Nigeria's Democracy Day, he said that although the year's celebration had been "dampened" by the recent kidnappings of school children, security remained at the heart of the government. Nigeria has long battled with an economic crisis and insecurity. Public fear has been reignited as attacks on schools and villages as well as mass abductions for ransom have increased, largely in the country's northern and central regions. Referring specifically to the abduction of children in Oyo and Borno states, Tinubu said the authorities "remain hopeful for their safe return". (BBC News Web Page: 12/06/26, FARUK)

INDONESIAN STUDENTS PROTEST IN AGAINST STATE SPENDING,

Hundreds of students took to the streets of Indonesia's capital on Friday to protest government policies they said could"bankrupt" the country. The students were demanding President Prabowo Subianto stop what they called wasteful state spending and scrap his flagship free meals programme, which has been dogged by mass poisonings and allegations of corruption. They were also protesting the government's decision to raise fuel prices, which will hurt the middle class. Friday's protest comes amid rising public anger which has simmered for months over perceived mismanagement of the country. The local currency, the rupiah, has also recently slid to fresh lows. "Fuel prices are going up, and our lives are getting harder," university student Zaki was heard shouting at police officers. (BBC News Web Page: 12/06/26, FARUK)

SOUTH AFRICA TROLLED BY FANS IN WAKE OF WORLD CUP LOSS

The normal display of African unity in the early stages of a football World Cup was notably absent from social media as many fans from across the continent backed Mexico in the tournament's opening match against South Africa. The memes were light-hearted - including sombreros, mariachi bands and tacos - but they pointed to a dark underbelly. The banter reflected anger over the reports of xenophobic violence in South Africa. A poor South African performance on the pitch led to a 2-0 defeat against the World Cup co-hosts. As the final whistle blew, social media lit up with a flood of mocking posts. But

some South Africans pushed back, praising the spirit of their team, nicknamed Bafana Bafana. (BBC News Web Page: 12/06/26, FARUK)

VIOLENCE ESCALATES IN ISRAEL AMID ULTRA-ORTHODOX MILITARY DRAFT PROTESTS

The most fundamental rift in Israeli politics is arguably not the wars it is fighting on multiple fronts, nor the international isolation stemming from its genocidal war in Gaza. Instead, the conscription of young ultra-Orthodox men into the military continues to divide the country's major political parties and bring demonstrators to the streets. Thousands of ultra-Orthodox Jewish men brought city centres across central Israel to a halt on Thursday night as they protested against the arrest of their fellow adherents for refusing conscription into the army. Their refusal to serve in the military is not, however, out of a moral objection to Israel's various wars, but instead because they view serving in the army as diluting their faith and drawing them away from studying it. (BBC News Web Page: 12/06/26, FARUK)

::--::THE END::--::